প্রেম-বন্ধন।

বা

(কবিতার বিবাহ।)

গীতি নাট্য।

—:o-o:—

শ্রীনটেন্দ্রভূষণ মজুমদার

প্রণীত।

—:o-o:—

"DIVERSI ASPETTI INUN COMFUSI EIMISTI."

GERUSAL. LIB. CANTO IV.

কলিকাতা

৬২।২ বিডন ষ্ট্রীট নিস্তার প্রেসে

সান্ন্যাল ব্রাদার কর্ত্তৃক প্রকাশিত

ও

শ্রীতুলসীদাস সুর দ্বারা মুদ্রিত।

মূল্য ৷৷০ আট আনা মাত্র

সন ১৩১০ সাল

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

—০-০—

পুরুষ।

গদ্য।

কন্দর্প।

বসন্ত।

———

স্ত্রী।

কবিতা।

কল্পনা।

প্রকৃতি।

পূর্ণিমা।

প্রেম।

গীতি।

চিত্রা।

রজনী।

নিদ্রা।

সলিলবালা, উপদেবীগণ, অপ্সরী কিন্নরীগণ, মেদিনী, তড়াগী ইত্যাদি।

অলিদল, বিহগদল, ফুলকুল, ঋতুকুল, আকাশ, সাগর ইত্যাদি।

প্রেম-বন্ধন।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কুঞ্জ-কুঠির।

(মলিন মধুর প্রভাতে পূর্ণিমার সহিত কবিতা করোপরি কপোল বিন্যস্ত করিয়া উপবিষ্টা।)

পূর্ণিমা। আহা কিবা ঘুমে হারা।
প্রভাতের কোলে তারা,
হের সখি নিবার ধারা,
সুনীল আলোক রাশি,
ফুটা'ল প্রভাতি হাসি
দেখ মেলি নয়ন তারা।

ক। প্রভাত আমার সুদিনের ছেলে
সুধুই হাসিতে শিখেছে সে ;

পূ। মোলাম মাখান প্রভাত কুমার
আঁধারেও হাসি পরায় সে
ফাঁটা ফুট দিয়ে উকিদে প্রভাত,
ঘুমের চোখ্‌টী ফাঁটায়ে দে।

কবিতা। তোমরা যে বল সখি কেতকিনী ভাল,
কেতকি কৌতুকে আজ ঘটা'ল জঞ্জাল,
মন উড়ে গেল
কোথায় লুকাল,
আকুল ব্যাকুল অলি আমারে ঘেরিল,
চুষে নিল মধু সখি মরম মজা'ল।
(আঙ্গুল দিয়া মুখের চতুর্দ্দিকের ভ্রমর
দল তাড়ান।)

পূ। কেতকির বন
কামের কানন,
সৌরভে পরাণ ধায়,
কাঁটা ফুটাইয়ে,
অলিদে দংশিয়ে
অবশেষে প্রাণ যায়।

রাজার রমণী
রূপের রূপিনী
আছে ঘরে সরোজিনী,
যা' অলি সেখানে
মাত্ মধুপানে,
কবিতা না কমলিনী,
(হাত নাড়িয়া অলিকুল খেদাইয়া দেওন)

ক। ওই ওই সখি আবার আমারে
ঘিরিল ভ্রমর কুল !

পু। আঁধার আনন দেখিয়া সজনি
আসিছে এড়িয়া ফুল।

অলিদল। (গুন গুন স্বরে)
কেন মা জননী
আঁধার মুখানি
কেন মা মলিন সাজ
কি মধু পিয়াব
কি ফুল আনিব
বনে বনে খুজে আজ।

ক। যা অলি প্রাণের ফুল ফুটেছে যথায়,
আদরে আঙ্গুল দিয়ে তুলে নিয়ে আয়।

পূ। নিশিতে তুমিই হাসাও আমারে
তাই সদা হাসি খুসী,
রাজত্ব তোমার জগৎ সংসার,
কেন বিষাদিনী বসি ?

ক। (মৃদুস্বরে)
মধুর ভাঁড়ার,
কুসুম আমার
কেনরে কঠিন হেরি !

বিহগের গান
আকুলিত প্রাণ
কেন বা করে আমারি,

মধুর মলয়
জ্বালায় হৃদয়,
আপনা পাশরি যাই

আপনার ধন,
করি অযতন,
হারায়ে হারায়ে যাই,

সাধের তটিনী
নাচায় লহরী,
কেন না আদরি তারে,

কি মন বেদনা,
মনই জানে না,
ক'ব বা কেমনে কা'রে।

ক। (ক্ষণেক বিপিন পানে চাহিয়া থাকিয়া)
যাচিছে বিপিন রাজি আদর আমার,
চাবনা ওদিকে আমি আর,—
(হেলিয়া ঢুলিয়া কবিতাকে ঘেরিয়া সমস্বরে)

লতারাজি। কবিতা খুজিয়া পাওনা কবিতা,
একি বা কবিতা আজি,
কাতরা কবিতা নেহারি জননী
কাঁদিছে বিপিন রাজি,
শুখাল লতিকাকুল স্নেহ বারি বিনে,
চাও দেবি চাও লতা পানে।

ক। (অধো বদনে থাকিয়া)
চা'ব না কুসুম পানে চা'ব নাকো আর,
বিহগে বিষাদ ঢালে যাতনাই সার।
(ঝাঁকে ঝাঁকে কবিতার কোলে পড়িয়া)

বিহগ দল। তুমুল তমালে বসি চেঁচায়ে ডাকিবরে
মা জননী মন তব গিয়াছে যথায়,
পবনে গগনে চড়ি উকিদে দেখিবরে
কবিতা, কাতরা কভু সাজে কি তোমায়!

লতা পাতা থরে থরে,
পাহাড়ে পাখীর ঘরে,
খুঁজিব যেখানে পাব আনিব তাহায়,
মলিন মুখানি মাগো দেখা নাহি যায়

লহরী শ্রেণী। (কবিতার পা দুটি জড়াইয়া ধরিয়া)
গাহিয়া বাঁশরী স্বরে
নাচিয়া সমীর ভরে
চলে যাব দেশ দেশান্তরে,
খুঁজি বন বনান্তরে
সাগরে কি সরোবরে
এনে দে'ব রতন মা তোরে,
চাওমা ফুটাও হাসি একটু অধরে।

পূর্ণিমা। বসন ভূষণ, পরে না কবিতা,
কি কাজ রতনে তার,
বিজন বাসিনী, চির কাঙ্গালিনী
গলে দোলে ফুলহার,
বদনে ভূষণ, ডগমগে গাল,
অধরে ভূষণ হাসি,
নয়নে সে পরে, বাঁকা চাহনিটি,
মাথাতে চিকুর রাশি,

ভুজের ভূষণ, মোলাম গড়ন,
বুকের ভূষণ স্তন,
পায়ের ভূষণ, মরাল গমন,
চায় না রতন ধন।

(সখীগণের প্রবেশ।)

সকলে। জগতের রাণী, তুমি লো সজনী
সংসার তোমার সিঁটি
না চিনিলে তোমা, প্রাণের প্রদীপ
করে সদা মিটি মিটী

ক। জগতে কবিতা, জনম দুখিনী,
দুখী চিনে দুখিনীরে,
যেখানে দাঁড়াই, যার কাছে যাই
সেই ভাসে আঁখি নীরে।

চিত্রা। স্বপন আঁখিব ঘুমান নয়নে,
আশার ছবিটি হতাশ প্রাণে,
জরায় মরায় রাখি সমভাবে
প্রিয়ার মুখ'ানি পতীর মনে,
জগতের পট আঁকিব সজনী
মোহিনী তুলিটী ধরে,
যাহারে পরাণ চাহিবে তোমার
বেন্ধে এনে দেব করে,

কল্পনা। বাহিরের পট আঁকিস্ লো তুই
অন্তরের পট আমি,
না দেখে না শুনে, না তুলিটী টেনে,
আঁকিব অবনী খানি ;
মনের জগতে মহারাণী আমি,
প্রাণ-সিংহাসনে বসি,
নবরসে আজ নাওয়াব কবিতা
পরাব লো হাসি খুসী,

প্রকৃতি। নীরস সরস আমারি প্রসাদে,
নীরস আকাশে ফুটাই ফুল,
মরুভূ মাঝারে করি কুঞ্জবন,
পাহাড়ে ছুটাই ফোয়ারা কুল।
পাখীর গলায় সরসরাগিনী,
সরস বাতাসে ভিজায় মন,
কোথা নবরস পাবিলো সজনি
রসেতে রসাব কবিতা ধন।

গীতি। নাচাই হাসাই, জগত কাঁদাই,
গলায় গলায় ফিরি,
রাঙা রাঙা রাগ ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে
মন প্রাণ করি চুরি ;

মিহিটানে মাজি, মিঠে মেখে যাই
মনের মলিন তারে,
মিহিতানে আজি, মজায়ে মজায়ে
জগত ফিরাব জোরে।

(গাইতে গাইতে ফুলভূষণা কিন্নরীগণের পারিজাত ফুল লুফিয়া ধরিতে ধরিতে ক্রমশঃ শূন্য হইতে ঝাঁকে ঝাঁকে অবতরণ।)

রাগিণী সুরট জংলা।—তাল দাদ্‌রা।

ফুল ফুল ফুল, একুল ওকুল, ফুলের হাসি খুসি।
ফুল হারালে, কুল হারাব, ফুলে হই উদাসি।
সে যে ফুলের বালা, ফুলের মালা,
পর্‌বে হাসি হাসি,
ফুল ফুটায়ে, মুখ মুছায়ে,
আদর করে আসি।

ক। (উর্দ্ধপানে চাহিয়া)
আসিছে কিন্নরী কুল করিতে আদর,
না মানে আদর প্রাণ কেন সকাতর!
(দাঁড়াইয়া দুহাত বাড়াইয়া
তাহাদের অভ্যর্থনা)

(কিন্নরীগণ অবতরণ পূর্ব্বক কবিতাকে ঘেরিয়া পুষ্পবর্ষণ

ও ঘেরিয়া এক এক করিয়া কবিতার মুখখানি ধরিয়া গাইতে গাইতে ঘুরিয়া নৃত্য।)

রাগিণী খাম্বাজ—তাল দাদ্রা।

কবিতে কেন বল আজি মলিনে।
মিলাব প্রাণ ধনে।
হাস সখি একবার, পরিব জোছনা হার,
জগত হের আঁধার, জোছনা বিনে।

ক। প্রাণধন উপার্জ্জন কোথা গেলে হয়,
বল সখি বলনা আমায়।
প্রাণধন কা'রে কয়, কোথা পাওয়া যায়,
পায় ধরি বলনা আমায়!

কিন্নরীগণ। (সমস্বরে)
পিপাসি পরাণ, পুরিবে তোমার,
কহিনু সজনী ত্বরা;
হাসলো কবিতে, হাসি নিরখিতে
এসেছি সবে আমরা।

ক। আফেরা নদীতে, পড়েছে পরাণ,
ফিরাতে বুঝি না পারি,
দহের মাঝারে, ডুবিল তরণী,
উপায় কি করি তারি,

অধরে ফুরায়ে, গেছে হাসি খুসি,
ঘটেছে বিষম জ্বালা,
বলো দেবিগণে, মরিবে তাঁদের
প্রাণের কবিতা বালা।

(কবিতাকে কুসুমে সাজাইয়া, মৃদুস্বরে গাইতে গাইতে, জোছনায় জড়াজড়ি করিতে করিতে কিন্নরীগণের পুনঃ আকাশে উত্থান।)

রাগিণী খাম্বাজ—তাল দাদ্‌রা।

কবিতা কাতরা কালিমাখে ভাবনা।
ধীরি ধীরি বহ বায়ু, বালা পাবে বেদনা।
ফুট'না বনেরি ফুল, কবিতা হবে আকুল,
গেওনা কোকিল কুল, কবিতা পায় তাড়না।
আবেশে আপনা হারা, পলকে প্রলয়ে সারা,
ঢেল না সুধার ধারা, দিওনা চাঁদ যাতনা।

সকলে। (সমস্বরে)

কবিতা কাঁদিলে মেঘে ঢালে ধারা,
কবিতা হাসিলে জোছনা ফোটে,
কবিতা চাহিলে, চায় ফুলদল,
মধুকরে মধু কবিতা বাঁটে।

প্রথম অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—*—*—

মানস-সরোবর।

বসন্ত পূর্ণিমার রজনী।

(কমল বনে কবিতা, কল্পনা, পূর্ণিমা আদি সখীগণ সমভি-ব্যাহারে উপবিষ্টা, কেহ বা কমল পত্র ব্যজন, কেহ বা কমল মধু সিঞ্চন, কেহ বা সজল কমল দলে শয়ন করিতেছেন; কবিতা এলোকেশে আঙুল চুষিতে চুষিতে চাঁদের মুখ পানে চাহিয়া রহিয়াছেন।)

(গাইতে গাইতে প্রকৃতির প্রবেশ।)

গীত।

রাগিণী—জংলা কালাংড়া তাল কাওয়ালি।

কবিতা কোমল মণি মানব-মলিনা-করে।
কবিতা সুধার খনি সংসার বিষ সাগরে
কাঙ্গালে কবিতা কেঁদে ভেসে যায়,

রাজার কবিতা প্রমোদে মাতায়,
মায়ায় কবিতা মাতা স্বরূপিণী,
প্রমোদা কবিতা প্রণয়ী নরে।

কবিতা। সই, কেন বা এমন হ'ল,
কে যেন আসিয়া
মরমে বসিয়া
পরাণ টানিয়া নিল।
সই, একটি চিকণ কালা,
সরল হৃদয়ে
আঘাত করিয়ে
হৃদয় করিছে কালা।

কল্পনা। সখিরে, পুরুষ কঠিন বড়,
পরাণ বিলায়ে, পরাণ লইতে,
পরাণে বাজিবে বড়,
কেমনে লো সই, দিয়ে তোরে পরে
থাকিব আমরা ঘরে,
কেমনে লো সই, পরের হইয়ে
রহিবি ভুলিয়া মোরে।

চিত্রা। ও সই, সে বড় কঠিন জন,
কেমন করিয়া

পরেরে পুষিবি,
ভুলিয়া আপন জন।

কবিতা। না জানি সজনি, পরেরে পুষিতে,
তুষিতে পরের মন,
প্রাণে যে কি চায়, বুঝে ওঠা দায়,
চিনিনে পর কখন।

কল্পনা। সই, সে নয় তোমার পর,
যার তরে মন
এবে উচাটন,
হবে সে প্রাণের বর।

কবিতা। দেখ দেখ সই, দেখ হাত দিয়ে
প্রাণ ধুক ধুক করে,
সহেনা সহেনা, বাঁচিনা বাঁচিনা,
পরাণ কেমন করে,

(গীতির গাইতে গাইতে প্রবেশ।)

রাগিণী বেহাগ কালাংড়া—দাদ্‌রা।

সরস বসন্তে সই, আজ তোমা একি হেরি!
চুল কেন আলু থালু এলায়ে কপালে পড়ি,
ঢল ঢল মুখ শশী,
নাই কেন তায় ফুল হাসি,
কি ভাবিছ বললো সই তোমারে মিনতি করি।

কবিতা। ও সই, প্রাণের ভিতর
কে যেন আমার
বাজায় মধুর বাঁশী,
হাসিয়ে হাসিয়ে
সুধা ছড়াইয়ে,
মরমে ঢুকিছে আসি,

সখিরে! হৃদয়ে দারুণ জ্বালা,
যে দিকে তাকাই,
কিছুই না পাই,
সুধূসে চিকণ কালা।

প্রেম। সরল বুক, শকতো করিলি,
কুচ তুলিলি তায়,
এখন কেনলো, বলিস্ সজনি,
বুক বিদরিয়ে যায়,
মধুর অধরে গরল ঢালিলি
শুনিলি না কারো কথা,
কামড় খাইয়ে, রক্ত ঝরায়ে
এখন পাইলি ব্যাথা,
নয়ন যুগল, কুটিল করিলি,
বান্ধিলি তাহাতে বাণ,

এখন কেনলো সে নয়ন জলে
ভাসিছে চাঁদ বয়ান।

কবিতা। প্রেম দায়, প্রাণ যায়
কিহবে উপায় গো!
মনের মানুষ, এনে দেলো তোরা,
এখনি আমায় গো!
সখীরে,
আকাশে চাঁদ হাসে,
মোর হৃদি কাঁদে,
এ কেমন যাতনা সই,
বহিলে মলয়
জ্বলে এ হৃদয়
এ কেমন যাতনা সই।

প্রেম। তখনি তো বলেছিনু, ও ফুল ছুঁয়োনা সই
ঘটিবে বিষম জ্বালা,
তখনি তো বলে ছিনু, ও গান শুননা সই
প্রাণ হবে ঝালা পালা।
তখনি তো বলে ছিনু, ও জলে যেয়নারে
নে'যাবে ভাসায়ে কোন্ দেশে,
তখনি তো বলে ছিনু, ও হাসে ভেসনা লো,
চাঁদের রোদে ঝল্সাবে শেষে,

কবিতা। সখিরে—

কুসুম আমার প্রাণের আধার,
বিহগ আমার বাঁশী,
লহরী আমার নূপুর দু'পার,
জোছনা আমার হাসি;
মলয় বাতাস নিশাব্ প্রশাষ্,
নয়নের তারা তারা;
মেঘের আকাশ মম কেশ পাশ,
বরষা চোখের ধারা,
বিজলি আমার এ বুকের হার,
বসন্ত আমার সখা,
কি ল'য়ে থাকিব, কেমনে বাঁচিব
না দিয়ে তাদের দেখা,
প্রাণ প্রিয়ধন দিয়া বিসর্জ্জন,
কেমনে বাঁচিব বল,
কেমনে জানিব আমারি সকলে
খা'য়াবে মোরে গরল।

প্রেম। মদন ভূষণ কুসুম সদত,
মদনে মাতায় সুধু,
বিহগের গান, যুবতি জনেরে
গরল দে' ব'লে মধু,

তটিনীর নীর, মলয় সমীর,
মাতাতে যুবতী মন,
চাঁদের হাসিতে বেড়াইলে বল
কেনা খুঁজে প্রিয়জন !

কবিতা। সখিরে—
ফুটাব না ফুল আর,
পরাব না তারা হার
আকাশেরে আর !

গায়াব না বিহগেরে,
নাচাব না তটিনীরে,
মলয়ায় আজ হ'তে দেব না সাঁতার,
কবিতা দুখিনী ভবে কিছু নাই তার !

প্রেম। (কবিতার মুখখানি ধরিয়া)

গীত।

সাহানা——দাদরা।

কেন কেন বিষাদিনী মনের মানুষ মিলিয়ে দেব।
আঁধার মুখে হাসির রেখা নাগর দিয়ে পরিয়ে দেব।
মনের মতন,
মন মত ধন,

মরমে তোর বসাইব ;
প্রেমের বাঁধন প্রাণে দিয়ে, প্রাণটী লো সই কেড়েনেব !
সই, পাথরেতে রত্ন জুটাই,
শুক্‌নো কাঠে কলি ফুটাই,
তবে কি বিয়ের ফুল ফুটিবেনা তোর,
মিলাব মিলাব আজ্ নবীন নাগর,

আবার কুসুমে আদর করাব,
আবার চা'য়াব চাঁদের পানে,
আবার লহরী জড়ায়ে ধরাব,
আবার মাতাব পাখীর গানে।

কবিতা। (আকাশের দিকে চাহিয়া)
ছন্দে উঠিছে চন্দ্রিমা
ছন্দে উড়িছে চকোর,
ভাবায়ে ভাবায়ে সুছাঁদ আমার

কে যেন করিছে আঙার,
ছি ছি শশধর কেন এত হাসি,
নাইকি সরম তোর !

হাসিয়াই আছ দিন রাত্ তুমি,
আজি ও হাসিতে ভোর !

পূর্ণিমা। (কবিতার মুখখানি ধরিয়া তুলিতে তুলিতে)
কুচি কুচি চাঁদ চাঁদের দুপাশে,
সাগরেতে চাঁদ ভাসে,
জোনাকেতে চাঁদ উড়িয়া বেড়ায়,
মুখেতে তোমার হাসে,
শিশুর বদনে সদতই চাঁদ,
ফুল গাছে চাঁদ ফোটে,
প্রিয়ার নিকটে প্রাণ পতি চাঁদ,
নখে তব চাঁদ লোটে।

কবিতা। আকাশের ক্ষুদে মেয়ে
কি বল্‌বে লো ঘরে গিয়ে,
অযুত নয়ন পড়েছে তোমায়
নাই কি তিলেক লাজ,
কেঁদে মরি আমি, হাসিতেছ তুমি,
এই কি সখির কাজ ?

পূর্ণিমা। সই, খেয়েছি কুলের মাথা,
সরম খাইয়া, অকুলে ভাসিনু,
মানি কি কাহারো কথা ?
সই, নবীন নাগর,
জুটিবে লো তোর,
নূতন সরম তাই,

সরম খাইয়া
মরমে মরিয়া
পুরোণ হয়েছি ভাই,
ও সই, রেতের বেলা, চিক্‌চিকে চাঁদ
আমি দ্বিতীয়ার,
দিনের বেলায়, কাল্‌ পাবে চাঁদ
হৃদয়ে তোমার।

কবিতা। পরাণ কেমন কেমন করে,
হৃদয় মাঝারে, কে যেন আমার
হেলিয়া দুলিয়া ফেরে;
কোথা হতে আসে, কোথায় নে'যায়,
কোথায় বসতি তার;
লহরীতে ভাসে, কি চাঁদের হাসে,
অথবা সাগর পার;
গোলাবের বুকে,
কোকিলের ডাকে,
চাতকের পিপাসায়;
চপলা চমকে,
জলদের ডাকে,
বেলার বাতাসে বয়;

নবীন শাখায়,
পরীর পাখায়,
অথবা মানব মনে,
অবলার কুলে,
ফুলে কি মুকুলে,
ভ্রমরের গুন্ গুনে,
কোথায় সে রয়
বল না আমায়,
বাঁচাও আকুল প্রাণ।

প্রেম। মানুষের মনে
নিবসি সেজন,
হ'রে নিল কুল মান।

কল্পনা। নিরমল বটে
প্রেম পারাবার,
দেখিতে বিমল জল,
বিরহ মকর
জলের ভিতর,
কে জানে বিধির ছল ;
নাল্-কচুপানা
গুরুর তাড়না
জেয়াতি গঁজালো আছে,

কলঙ্ক কাদায়,
কুলের ঘোলায়,
কেমনে পরাণ বাঁচে।
সে জলে আবার
ভুজগে জড়িত
সুখের কুমুদি ফোঁটে
ফুলের আশায়
ডুব দিলে তায়;
কেলেশে কেউ না ওঠে

প্রেম। প্রেমের নামে পাহাড় টলে,
প্রেমের জোয়ার উজান চলে
ঢেউয়ে জলে,
প্রেমের হাসি কুসুম মুখে,
প্রেমের বাতাস প্রাণের বুকে
সদাই খেলে,
জানে না প্রেম কেনা বেচা,
মানেনা প্রেম লোহার খাঁচা,
পুরায় আশা,
নিভায়েদে প্রেম পিপাসা;
করেদে প্রেম ভালবাসা,
প্রাণেরি বাসা।

কাঁটা বনে ফুটায় পিরিত
মনোহর ফুল,
মধুকরে জুটায় পিরিত
নবীন মুকুল।

প্রেমের আকাশ; আকাশ ছাড়ায়ে,
প্রেমের পৃথিবী তাহার পরে,
প্রেমের পরাণ এখানে মিলেনা,
না জানে সে হাসি অমর নরে।

গীতি। মজায়ে গাছের ফুল, স্বর লতিকায় ফুল
পড়ি আমি ফুটিয়া ফুটিয়া,
জগত চাহিয়া দেখে, কুসুম তাকায়ে থেকে
পড়ে পায় লুটিয়া লুটিয়া ;
গলায় হাউই বাজি, খেলে কত দিগ্‌বাজি
পড়ি আমি কেটে কেটে তারা,
গলা বেয়ে লতাইয়ে গলায়ে গরল হিয়ে,
বাতাসেতে হ'য়ে যাই হারা।

পূর্ণিমা। প্রণয়িরে চাঁদ পিরিতি পরা'য়ে
জোছনা মাথায় গায়,
বিরহিরে চাঁদ বিষম জালায়ে
রেতে রোদে বালসায়।

গীতি। কলমে গলায়ে সই গলার সুরটী
কাগজে মাথায়ে আমি গাই,
আঙুলের আগাবেয়ে সুধার ফুট্‌টী
সরু মোটা, কাণ পেতে খাই।
গোকুলে শ্যামের মুরলীতে বসি
বাজায়েছি আমি বাঁশী,
কুলের বালায় অকুলে আনিয়ে
করেছি কালার দাসী।

কল্পনা। বাঁকা চূড়া হেলে দুলে
কুলের বালা নেয় অকুলে
নয়নেরি জলে, যমুনারি জলে,
মিলিয়া মিশিয়া গেল,
কালা, তবুনা এখনো এল।

প্রকৃতি। কি করবে বিধি,
মরুভু মাঝারে
যদি বা ফুটালি ফুল,
ব্যাকুল বকুল,
ঝরিয়া পড়িল,
মিলিল না অলিকুল।

কবিতা। আকাশের কোণে খুজিছে চাতকী
নবীন ধারাটী ওই,

কাঁপিয়া কাঁপিয়া নাচিছে শিখিনী
নেহারি নীরদে সই,
তমালের কোলে, ওই দ্যাখ দোলে
মোহিনী মাধবী লতা,
আমার কপালে কেবলি কি দুখ
লিখেছে পোড়া বিধাতা !

দ্বিতীয় অঙ্ক।

তটিনী কুটীর।

(নির্জ্জনে অন্ধকারে কবিতা মুখে-হাত দিয়া অর্দ্ধশায়িতা ; চতুর্দ্দিকে সখীগণ।)

প্রকৃতি। নির্জ্জন কুমারী কবিতা আমার,
নিরজনে ভাল ফোটে
মানুষের গোল থই থই করে
এখানে কভু না জোটে।

কল্পনা। (পূর্ণিমাকে দেখাইতে দেখাইতে)
দ্যাখলো। ফুটিল বালা ফুলের বয়সে,

উরসে কুচের কুঁড়ি উঠিল ফুটিয়া,
চিবুকে রকতো রেখা দেখা দিল ভেসে
জুটিল মধুর হাঁসি অধর ফাঁটিয়া।
নয়নে বাঁকায়ে এল ভুলান চাহনী
বয়ানে লাজের এল বর্চন চাতুরী,
কপালে কুঞ্চিয়া প'ল কেশের বিউনী,
মনে মনে ক্রমে সে শিখিল মনচুরী।

পূর্ণিমা। (কবিতার দিকে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে)
করনা করনা, পিরিতি করনা,
পিরিতি কঠিন বড়,
পরাণ বিলায়ে, পরাণ না পেয়ে,
পরাণে বাজিবে বড়।
প্রাণের উপর প্রেমের বাজার
কেন বসাইছ সই,
কেনা বেঁচা কিছু হয় না উহায়
গোলমাল থই থই,
ও কুচটি শেষে খুঁচিয়া খাইবে,
ও রাঙা গালটী ঢাকিতে হইবে,
ও মধুর হাসি চাপিয়া যাইবে,
ও বাঁকা চাহনী জলে জড়াইবে।

প্রকৃতি। সাধ করে প্রেমের ফাঁসি পরিতেছ গলে।
শেষে লো কাঁদিতে হবে প্রাণে ব্যাথা পেলে।

প্রেম। আফোঁটা কুঁড়িটী চিরকাল তুই, রাখিবি কি কবিতারে,
কেমনে বা রবে বয়সের বালা, না ফুটে মধুর ভারে।

কবিতা। সই, প্রাণের দোষর কই,
জগতে সবারি
বঁধু দিল বিধি
আমি কেন তবে সই !

প্রেম। চলিনু চলিনু জগত খুঁজিব,
নাগর আনিব তোর
রজনী প্রভাতে, দিব হাতে হাতে,
আনি তব মনচোর।

(সকলে প্রেমকে ঘিরিয়া)

পূর্ণিমা। নিখূত নাগর যেন বেছে বেছে এনো প্রেম।
টুক্‌ টুকে গাল হবে, গোঁপের রেখাটী সবে,
তবে সখি করিবে ববণ।
যৌবন অরুণে ডগ্‌মগে হবে,
মদন তুফানে হাবু ডুবু খাবে,
তাজা তাজা ফুটিবে সে জন।

প্রকৃতি। ফুলেরে জানিবে আদর করিতে,
জোছনায় যেন জানেন বেড়াইতে,

গীতি। বাতাসে বাজালে বীণা বিজন বিপিনে।
ছুটে যেন যায় যুবা শুনিতে সেখানে।

পূর্ণিমা। পেছনে দেখিলে ইচ্ছা জড়াইয়া ধরি,
সুমুখে দেখিলে যেন কোলে যেয়ে পড়ি

গীতি। বুলিটী চুম্বিত যেন করে কবিতারে,
সুস্বর সমান স্পর্শে শিহরাবে তারে,

কল্পনা। হাসিতে চাবে না কিন্তু যে টুকু হাসিবে,
সে টুকু হাসিতে যেন মধু ঢেলে দিবে,

চিত্রা। না, না! ও হল না!
আঁধার করিতে গেলে হবে না আঁধার,
ফুটে ফুটে বাহিরাবে হাসি,
তুলীতে রাখিবে বেন্ধে কালের বিহার
তবে আমি বড় ভালবাসি।

প্রেম। বাকি রৈল যে,—
নয়নে ঝিলিক ঝলকে পলকে
অলসে ঝলসে মুখে,
শয়নে চয়নে চমকে ঠমকে
বিহরে চপলা সুখে,

কল্পনা। মোলাম মোমের মনিয়া ননিয়া মুখানি বিমল হবে
তবে তো কবিতে মুখানি লইয়ে সে মুখে মিশায়ে রবে।

প্রকৃতি। ননীর পুতুল হবে, বাতাসে মিলিয়ে যাবে,
পৃথিবীটে মোহ যাবে দেখিলে তাহায়,
বাতাসে গুলিয়ে যাবে সে কোমলকায়

পূর্ণিমা। (মুখ ঢুলাইয়া)
ধার করে রূপ যতনের কাছে
না হয় খানিক মাথে।

প্রেম। (হাত নাড়িয়া)
চাঁদের জোছনা নিয়ে ভাল করে মাখাইয়ে,
না হয় আনিব তাকে !

প্রকৃতি। পাখীর ওড়ন, পরাণে পরিবে
মাছের সাঁতার পায়,
কবিতার বর তবে সে হইবে,
সহজ কথাটি নয় !

প্রেম। চেঁচান কথায়, মলয়ার ঘায়,
চমকায়ে যেবা উঠে,
তার কি কখন মনের মতন
নাগর কোথাও জুটে ?
ফুঁতে উড়ে যায়, ছুঁতে যে শুখায়,
শলকে পলক পড়ে,
বিধির ক্ষমতা হয় না যে তার
মনের মতন গড়ে।

কবিতা যেমন আলোক বরণী
তেমনি আনিব কালী।

কবিতা মোদের রাই কমলিনী
কালো হবে বনমালী,

কল্পনা। কালো যদি হয় মনের মতন,
কালোই মোদের ভাল,
কালো যদি জানে জুড়াতে বেদন,
কালোই জগত আলো।

পূর্ণিমা। তা বৈ কি!
কালো রূপে জলে কবিতা মোদের
কালোটী এনো না ভাই।
কালো ছাড়া আর, হোক্ না যেমন
তাতে বড় ক্ষতি নাই।

প্রকৃতি। কালো পাখী সখি ভাল তো বাসে না,
মনের কালীও মুছায়ে দেয়,
কালো কুসুমেরে দেখেও দেখে না,
কলঙ্কের কালী চাঁচিয়া নেয়,

প্রেম। (চাঁদের দিকে চাহিয়া)
পুরোণ চাঁদেতে অরুচি আমার

নূতন চাঁদেরে আনিতে যাই,
স'র সুধাকর মোদের শশীর
মুখ খানি ধরে দেখিয়া যাই।

(মুখ খানি ধরিয়া চুম্বন ও কবিতাকে ঘেড়িয়া
গণ্ডি দিতে দিতে)

কবিতা রহিল একা ফুটনা কণ্টক,
ছুঁয়না পোকা পেতিনী তায়,
মাকড় মেল না জাল, আসিও না জোঁক,
ঝিঁঝিঁ পোকা ডেক না হেথায়।

(প্রেমের প্রস্থান)

প্রকৃতি। সুদূরে শানা'র সুরে বাজিছে বিহগরে
ফিরাতে তোমারি মন,
বিমল বিমানে ফাঁদ পাতিছে সুধাংশুরে
এনে দিতে প্রিয়জন।

আফোঁটা মালতী কুঞ্জে বিনত বদনে লো,
কে ফুটায় আজ্ কলিকা।
চললো সজনী, আজ পোহাব রজনীলো
গাহিয়া গাঁথিয়া মালিকা।

(মুখ খানি ধরিয়া)

যামিনী প্রভাতে

সে মোহন মালা
পরাব প্রাণের গলে,
মাধবী লতাটী
দেবলো জড়ায়ে
কাল্‌কে তমাল মূলে।

(একটী মৌমাছি উড়িয়া কবিতার আঙুলের উপর পড়িয়া)

কুমুদি মুদিল, নিশি শুখাইল
মধু বিনা যাই মরে।

কবিতা। এ মুখ কমলে মধুর হাসিটী
বস অলি এ অধরে।

(মৌমাছি ঠোঁটের উপর বসিয়া মধুপান ও মধু লইয়া কবিতার বেণীতে মধুচক্র বিরচন, কবিতা কর্ত্তৃক শিশির সিঞ্চনে কুমুদিনীর পুনর্বিকাশ)

কবিতা। জোছনার নিশি কেন সদাই না রয়।

কুমুদিনী। পদ্মিনীর তরে দেবি কি হবে উপায়!

কবিতা। রোদ্ এত ভাল বাসে কেনলো পদ্মিনী,
আতপে মলিন মুখ হয় না কি ধনি ?

কুমুদিনী। যত রোদ্ লাগে, ডগ মগ রাগে,
ততই সে ফুটে ওঠে,
বিলাস বাহার রোদেই তাহার,
ঝাঁকে ঝাঁকে অলি জোটে

চাঁদের হাঁসিটী রোদেই সে পায়,
রোদেই বিমল নিশি,
বসন্ত শরৎ একদিনে তার
রোদেই রয়েছে মিশি।

কবিতা। নিশির হাসিটী তোর বসন্ত বছোর,
সে নিশি নিমেষে সখি ফুরাল কি তোর!

কুমুদিনী। (কবিতার হাতে ধরিয়া)
প্রভাত কুমার, নিভাল পতিরে
সহমৃতা হব আমি,

ভ্রমরা আমার, ক্ষুধায় কাঁদিলে,
মধুতো দেবে মা তুমি?

চকোরিণী। (মুখের কাছে উড়িতে উড়িতে)
সুধার শশীটি, মিশায়েছে মেঘে,
সারা নিশি উপবাসী,

কবিতা। এ বদন বিধু রেখেছি ফুটায়ে,
হাসি খাও ভাসি ভাসি।

(মুখের চারি দিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া চকোরীর সুধাপান ও কবিতা কর্ত্তৃক ফুঁ দিয়া দিয়া চাঁদের মুখ হইতে মেঘ অপসৃত হওন।)

ঢাকিতে চাঁদের মুখ যদি অভিলাষি,
দিলাম বদন শশী ঢাক মেঘ আসি।

(মুখ বাড়াইয়া দেওন)

পুর্ণিমা। (মেঘোন্মুক্ত হইয়া)

নবীন তপন উঁকি ঝুঁকি দিল,
চলিলাম দৌবি আমি,
চকোরী আমার কাঁদেনা মা যেন
সারা দিন দেখ তুমি।

কবিতা। এখনি চকোরী ঘুমায়ে পড়িবে
দিনেই রজনী তার,
আজ্‌কার মত হ'ল বুঝি সই
কাজটী সারা তোমার।

চাতকিনী। (উড়িতে উড়িতে কবিতার বুকে পড়িয়া)

শুখাইল গলা সুধার বিহনে,
উড়িতে পারিনে আর,

কবিতা। এ দুটি নয়নে অবিরত ধারা
কিসের বিষাদ তার!

(বুকে বসিয়া ঠোঁট তুলিয়া তুলিয়া চোখের ধারাপান)

বকের ঝাঁক। (কবিতার মস্তকোপরি উড়িতে উড়িতে)

কবিতার মুখ গিয়েছে শুখায়ে
বাতাস করিগে তায়,

ডানার বাতাসে মোলাম মু'খানি
তাজা যদি করা যায়।
(উড়িতে উড়িতে ডানা দিয়া বাতাস দেওন)

রাজহংসীদল। (কবিতার মুখে ঠোঁট বাড়াইয়া চুম্বন করিতে করিতে)

নয়ন ঝিনুকে, গলিছে মুকুতা,
নিহারের কণা কমল দলে,
ক্ষীর সর ননী খায়না কবিতা
ভাল বাসে পাকা বনের ফলে।
মাথমে পূরিত ফল, সদা করে টল টল,
কবিতা তাহাই ভাল বাসে।
টুক্ টুকে রাঙা ফল, মজে থাকে থোল থোল
কবিতা তাহাই খায় হেসে।

(পদ্ম শাঁস ঠোঁটে করিয়া কবিতার মুখে তুলিয়া দেওন।)

খঞ্জনীর দল। (কবিতার সুমুখে নাচিতে নাচিতে)

মোমের পুতলী কবিতা মোদের,
ননিয়া মাথান মু'খানি যার,
জোছনা জড়ান সে মূরতি কালী
নাচিতে তাইতে আসিনে আর

কবিতা। আজ্ কে সাধের মেয়ে ফুরাবে তোদের,
কেন তোরা কাছে আর এর!

ফুল কুল। (ঢুলিতে ঢুলিতে)

গাছের গরভে মুকুতা আমরা

ফুটে ফুটে পড়ি ডালে,

ফুটু ফুটু ফুলে, টাপু টুপু মধু,

অলি আসে পালে পালে।

প্রকৃতি। মানুষের কাছে কেন যাস্ রে কুসুম,

মানুষ ডাকাত বড় করে বসে খুন,

মানুষে ছিঁড়িয়া ফেলে,

তবু কেন তার কোলে,

থাক্ গিয়ে ঝাড়ে ঝোড়ে তোরা লো কুসুম।

ফু, কু। পোয়াত্ নিশিতে পোয়াতী কুসুম

সকালে কুসুম ফোটে,

বিকাশে কুঁড়ির কাল কুসুমের

হাসে ফুল কচি ঠোঁটে,

কবিতা। (ফুল কুলকে ভয় দেখান)

আসিছে মানুষ ওই! ছিঁড়ে, ফেলে দেবে,

পালা লো কুসুম তোরা, ধরে নিয়ে যাবে!

(ফুল কুলের ত্র্যস্তে চারিদিকে চাহিতে চাহিতে কবিতার কোলে লুকান)

ফু, কু। গাছের কাঠের হিয়ে কোমল করিতে,

কাটায়ে ফুটায় ফুল প্রভাতে রবিতে,

গলাটী শুখায়ে গেছে কবিতার
তাজা হবে মধু খেলে,
পিয়ালা পুরিয়া দেতো চাঁদ তোর
ছেঁকে ছেঁকে সুধা ঢেলে।

(পাপড়ি খুলিয়া জোছনায় ধরিয়া মধুর সহিত জোছনা কবিতার মুখে দেওন)

কবিতা। মানুষের বনে যাস্‌নে কুসুম,
ছিঁড়ে ফেলে দেবে তোরে,
ফুলের গায়েতে ব্যাথাটী বাজিলে
সেটিও লাগিবে মোরে।

(ফুলপানে চাহিতে চাহিতে বুকে হাত দিয়া মৃদুস্বরে)

এই ফুল তথা ফোটে, এই অলি তথা জোটে,
এই পাখি তথা করে গান,
তবু কেন তার হেন প্রভেদ পরাণ!
যা মেঘ উড়িয়া যা, যা উড়ে মলয়া বা,
ভিজাগে সে পাষাণের মন।
যা পাখি মাতান স্বরে, লহরী শোকেরি ভরে,
নোয়াগে সে কঠিন মরম।

ফুলকুল। (পাহাড়ের দিকে হেলিতে হেলিতে)
ধরতো পাহাড় তোর কাঁধে করে তুলে,

দেখে আসি কোথায় সে জন,
দ্যাথ্‌না বাড়ায়ে হাত আকাশের তলে,
লুকায়ে সে আছে কি কেমন,
অমন দেহটী যদি হইত মোদের,
খুজে খুজে পৃথিবীটে উল্‌টে দিতাম,
অমন শক্‌তো হাড় থাকিলে ফুলের,
এতক্ষণ কবিতার বর মিলাতাম।

কবিতা। (প্রকৃতির হাত ধরিয়া যাইতে যাইতে জোছনার দিকে চাহিয়া)

জোছনা,

একলা রেখে চলিলাম আমি,
হাসলো মোলামুখি কাঁদি গিয়ে আমি।
জোছনা আমার কাঁদিতে জানে না,
মুখের হাসিটী চাপিতে পারে না,
সুধুই সে হেসে হেসে মাতায়ে দে মন,
একলা রাখিয়ে যেতে সরে না চরণ।

প্রকৃতি। কবিতার কচিছেলে প্রভাত কুমার,
আদরের কাঁচা মেয়ে জোছনা তাহার
দুটি ভাই বোনে বনে না তাদের
একে দেখি আর পালায়ে যায়,

ছেলেটী মায়েরে রোজ্ দেখে যায়
মাসার্দ্ধে মেয়েটী দেখা দে মায়
পাঁচদিন মেয়ে, শিশু সুকুমারী
পাঁচদিন দেখি কিশোরি তায়,
পুর্ণ যৌবন পুরোণ না হ'তে
পাঁচদিনে বালা ফুরায়ে যায়।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

মানস আশ্রম

(সাহিত্য বনে, তুণ ও ধনু স্কন্ধে গদ্য বৃক্ষ মূলে হরিণ বক্ষে মাথা রাখিয়া নিদ্রিত, চারিদিকে উলঙ্গিনী উপদেবীগণ ফুল ভূষণে ভূষিতা অর্দ্ধশায়িতা, গুন গুন করিয়া আপন মনে গাইতে গাইতে ফণিনী ধরিয়া খেলা করিতেছেন।)

উপদেবীগণ। (মৃদু স্বরে)—

পিরিতি করিলে, কাঁদে যদি লোক,
কেন বা পিরিতি করে,
পিরিতে মজিলে বাড়ে যদি শোক
কি কাজ পিরিতি করে।

(গদ্যের মুখ পানে তাকাইয়া)

এত খেলা ধুলো, এত হাসি খুসী
কোথায় পড়িয়া র'ল,
প্রেমের লীলায় প্রেমের খেলায়
পাগ্‌লা ঘুমা'য়ে প'ল।

(চুপে চুপে প্রেমের প্রবেশ।)

প্রেম। কোথায় ছিলাম, কোথা এলাম এখন,
হাওয়ায় ধুয়ে দিল তাপিত জীবন।

(গদ্যকে দেখিতে পাইয়া সুদূরে গাছের আড়ালে থাকিয়া)

কবিতা আমার কোমল কুসুম
তেমনি কঠিন বর
মায়ার সনেতে মিলাইব আজি
ব্যোম শিব জটাধর।
কোমলের তরে গঠিত কঠিন
কোমলে কঠিন চায়

মোলামে কঠিনে জড়াতে জানিলে
সুখে দিন কেটে যায়।
(সহসা উপদেবীগণ কর্ত্তৃক প্রেমের বেষ্টন)

উপদেবীগণ। ধীরে ধীরে ফুল মেলিছে পাপড়ি,
ধীরে ধীরে ওঠে গাছের পাতা,
অতি ধীরে দোলে বিহগের নীড়
ধীরে ধীরে প্রেম প্রাণে দে ব্যাথা।

প্রেম। চুপি চুপি চুপি পাটিপে পাটিপে
মাটিতে ফেল না পা,
নিশাষ্ ফেলনা পাতাটী নেড়না
ছুঁয় না গাছের গা।

১ম উ দে। (চুপে চুপে)
একা কেন বনে কহ নাগরী ?
প্রেম। খুজি নটবরে নে'যাব ধরি।
২য় উ দে। কেনলো পিরিত এ সাজে আজ ?
প্রেম। ভুলাতে তোদের হৃদয় রাজ।
৩য় উ দে। রাখ পরিহাস কহিলো তোরে
নাজেনে মজিলে পড়িবে ঘোরে।

প্রেম। ছলে লো সজনী স্বপন করি
মনচোরা আজ লইব ধরি

সকলে। অতি নিদারুণ ওগো সে বড় কঠিন
বাহিরে মোলাম বটে ভিতরে মলিন।

প্রেম। কঠিন মরম গলে যদি যায়
বিষম বেগটী তার।
কোথায় যে যায় ভাসায়েনে' তায়
বাঁধে বেন্ধে রাখা ভার।

(গাইতে গাইতে উপদেবীগণ প্রেমকে বেড়িয়া প্রেমের হাত দুটি ধরিয়া)

গীত।

রাগিণী ভৈরবী—তাল পোস্তা।

পাষাণে প্রাণ স'পে সই প্রাণে যে হলেম সারা
সুধা পাব বলে শেষে বিষেতে করেছে জারা।
ধারে না সে প্রেমের ধার, সাধা কাঁদা নাইকো তার
অসার আঁধার সার, নয়নে গলে না ধারা।

প্রেম। মুখ নেব চাঁদের নিতম্ব অচলের,
চেয়ে নেব চাহনী তারার।
ফুলের হাসিটি নিয়ে অধরেতে বসাইয়ে
দেখাইব বিষম বাহার।
ভুজঙ্গের ল্যাজ নেব পিঠে তার দোলাইব
গরল মাখাব চোখে তার

সুমেরুর চূড়া খুলে বুকে তার দেব তুলে
দেখি যুবা কোথায় পালায়।

২য় উ দে। পাহাড় গলাতে পার তবে বাহাদুরী
নতুবাও প্রেম নাম বৃথা লো সুন্দরী।

প্রেম। পাষাণের অবরোধ ভাঙ্গিয়া পিরিত
পাহাড় গলা'য়ে করে সাগরে মিলিত।
না মানে পিরিতি অসান পাষাণ,
না মানে সাগর তল.
না মানে পিরিতি লোহার নিগড়
আকাশ আগুন জল।

(মুখে হাত দিয়া ক্ষণেক নিস্তব্ধে চিন্তা)

(শনৈঃ শনৈঃ হাত বুলাইয়া যাদু করিতে করিতে
প্রেমের স্মরণে নিদ্রা ও কন্দর্পের প্রবেশ।)

নিদ্রা। চুরী করে আসি চুরী করে যাই
কাণে কাণে কথা কই,
মিটি মিটি চাই চোখ বুজে যাই
চুপি চুপি পা ফেলাই,
পবন পরশে শিহরি তরাসে,
ফুল যায় মূর্চ্ছা যাই,
মাছির ঝঙ্কারে ত্রাসিত অন্তরে
ডেঙ্গায় হুঁছট খাই।

কন্দর্প। (পাখীদের ডাকিতে ডাকিতে)

স্থধা পেড়ে খাব চাঁদে সাঁত্‌রাব
আয়রে বনের পাখী তোরা আয়,
বাতাসে ভাসিব মেঘেতে মিশিব
আঁধার ঘরে কেন র’বি আয়।

পাখীকুল। [ডাল হইতে)

শিষ্ দিয়ে ফিস্ করে বাতাসে বেড়াব
নব কিশলয়ে বসি পল্লবে শুইব,
রাঙা ঠোঁটে খাব খুঁটে, পালক ফুলায়ে,
নিত্য নুতন প্রেম করিব কাননে লুকায়ে।

প্রেম। [নিদ্রার কাণে কাণে]

ভাল করে এঁটে চোখের কপাট,
রাখলো যুবার আজি,

স্থখের স্বপনে আঁকিয়া মরমে
নাগরে করিব রাজি,

[কামদেবের দিকে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে]

রূপ হ’য়ে বেচারির বিপদ ঘটিল,
চোখে চোখে ছুঁড়িগুলা ছিনাইয়া নিল।

কন্দর্প। তোমারি সেগুণী দেবী তোমারি সে গুণ,
তুমিতো জুটায়ে মোরে করে দিলে খুন

প্রেম। অতি সাবধানে দেব ফের এ কাননে,
পাখিটী চেঁচায়ে যেন ওঠেনা এখানে।

নিদ্রা। কিছুই করিতে কারো হবেনাকো আর,
আনিব অনন্ত ঘুম কাননে তোমার।
নয়ন উপরে ঘোমের পাহাড়
চাপা'ব এখনি তার,
আচিন আঁধারে মিশাব যুবারে
সাড়াটী পাবেনা আর।
কাণের নিকটে সাগর ডাকিলে,
চাবে না চোখ্‌টী চিরে,
গায়ের উপরে পাহাড় চাপা'লে
শোবে না পাশ্‌টী ফিরে।

[গুণ গুণ করিয়া ঘুমের গান গাইতে গাইতে আঁধারের পাহাড় যুবার নয়নোপরি স্থাপন।)

প্রভাত আঁধারে উপরে আলোক,
সাঁজের আঁধারে নিচেয় শুধু,
ঘোমের আঁধার নয়নেরি কোণে,
মনের আঁধারে মরম ধুধু!

কন্দর্প। [কাননের চারিদিকে ঘুরিতে ঘুরিতে)
ডাকিস্ নে পাখী মারিস্ নে উঁকি
জোনাক পাতার আড়ে,

বাজাওনা আর বাতাস তোমার
বাজ্‌না বাঁশের ঝাড়ে।

কোকিল। চাঁদে চুম খাই, উড়িয়ে বেড়াই
আমরা বনেরি পাখী,
কথাটী না ক'য়ে মুখটী বুজিয়ে
বল না কেমনে থাকি।

কন্দর্প। চেঁচাতে কি এত তুই পারিস্‌ কোকিল,
ভেঙ্গে দেব গলা পাখি মেরে এক কিল।

কোকিল। [উড়িতে উড়িতে)
বিধাতা ডাকিতে দিল মন সুখে ডাকি,
সবে চায় মারিতে আমায়।

কন্দর্প। উঠিস্‌নে অত উঁচু পড়ে যাবি পাখি,
ডাকিবার নেই কি সময়!

কোকিল। মাণিক মাখালে চাঁদ গাছের পাতায়,
কেমনে কোকিল র'বে ঘুমায়ে বাসায়!

[কন্দর্প কর্ত্তৃক সম্মোহন বাণে চতুর্দ্দিক মোহিত করন।)

উপদেবীগণ। (সচকিতে চারিদিকে চাহিতে চাহিতে)
এ আবার কোথা হ'তে আইল জ্বালাতে,
আর কি সময় নাই মদনে মাতাতে!

[হাঁটু গাড়িয়া যোড় হস্তে মদনের প্রতি)

অমন করিয়ে মরমে নামেরে
পরাণে মারিতে হয়,
সরম হারায়ে রমণী জনম
কেমনে বলনা রয় !

(কন্দর্প কর্ত্তৃক ধাবিত হইয়া চতুর্দ্দিকে এলোমেলো উপদেবীগণ ছড়াইয়া পড়িতে পড়িতে বৃক্ষে মিশিয়া যাওন]

প্রেম। এস সখিগণ, হরে নেব মন
দেখিবে যুবার আজি,
সুখের স্বপনে কবিতার ছবি
আঁকিয়া করিব রাজি।

উপদেবীগণ। (সহসা বৃক্ষ হইতে বাহির হইয়া নাচিতে নাচিতে)

মোরা বনে করি গান, বনে রাখি কুল মান,
পবিত্র প্রণয় নীরে ফুটাই পরাণ,
মোরা বনেরি ফুলে বনমালা গাঁথি
বনমালী পেলে তারি হইগো সাথি।

প্রেম। গাঁথ আফোটা কলি, মালা পরাব গলে,
যদি না পরে গলে, দেব ভাসায়ে জলে।
(ইতস্ততঃ বেড়াইতে বেড়াইতে)
বনের পিরিতি কেহই জানেনা,

পিরিতের বন এখানে নাই,
বনের মানুষ এখানে মেলেনা,
মনের মানুষ শুধুই পাই,
বনের আহার, বনের বিহার
বনের বিমল বিষাদ গান,
মনের বিহারে মাতাল মানুষ,
বনেতে বসিতে কেউ না চান।
বনের পিরিতি পাতার আড়ালে,
বনের হাসিটী চাঁদের সনে,
বনের বিহার কুসুমের ডালে,
নিষাদ বিষাদ মাথায় গানে।

কন্দর্প। (চারিদিকে চাহিতে চাহিতে ফুলের প্রতি অঙ্গুলি তুলিয়া)

চট্ করে ফুল, পড়না ছুট্কে,
শবদ যাইবে কাণে,
চোখেতে মিলিয়া বাতাসে গলিয়া
পড়লো ফাটিয়া প্রাণে।

ফুলকুল। (টুঁ শব্দে)

কাননে ফুটিলে ফুল কীটে কেটে দেয়,
লোকালয়ে গেলে ফুল তুলে নিয়ে যায়,
জোছনা যেখানে পড়ে.

ফুল তথা ফুটে পড়ে,
ফুটিতে এ বনে ফুল সদা বাসে ভয়,
আদর বিনে কি ফুল ফোটেরে তথায় ?
অরসিক নিরমমে কি করিবে ফুলে,
বৃথা কেন হেথা ফুটে পড়িবরে ঢলে।

কন্দর্প। বাগানে কে তোরে দেবেরে আদর,
ফুটিস্ বাগানে বনে,
আদর পাইতে যদি আশা হয়
জড়া'গে বিউনি সনে।

ফুলকুল। গোলাম হাওয়ায়, গোলাম প্রভায়
সবুজে শোভায় বসি,
বাগান ত্যজিয়ে গোলাম হারায়ে
শুখায়ে যাব যে খসি।

কন্দর্প। গোলাম নারীর কর কোকনদ,
তা'হতে গোলাম বুক,
তাহ'তে গোলাম নয়নে চাহনী;
তাহ'তে গোলাম মুখ।

ফুলকুল। কাননে কবিতা কুমারী মোদের,
আদরে মুখটী ধরে
বনদেবী হয়ে, বাগানে বসিয়ে,
নাচায়ে আদর করে।

কন্দর্প। (আড়চোখে চোখে গোলাপের দিকে চাহিয়া)

গোলাবি গরবি বড় অটুট যৌবন,
ফুলের না ছোড় ছুঁড়ী আরক্ত আনন।

গোলাব। টুক্‌টুকে গাল মোর যদি থাকে ভাল,
পাইবে সে কত শত যুবার চুম্বন,
সুগোল চুম্বনে কত লাল হবে গাল,
নাই বা পেলেম হেথা ফুটাতে বদন।

কন্দর্প। একে সুরূপিনী তায় নবীন যৌবনী,
নাগরের অভাব কি তোর লো সজনি!
(একটি চাঁপা ধরিয়া)
খাঁটি সোনা দিয়ে বিধি গড়েছে চাঁপায়,
এ রঙ্‌ যাবার কভু নয়,
জলেনা ধুইয়ে যায়, রোদে না শুখায়,
কাঁচা কাঁচা সদাই সে রয়।

৩য়, উ, দে। জীয়ন্ত টাট্‌কা ফুলে খেলি চিরকাল,
মরা বাসি ফুল শুঁকে মানুষ মাতাল।

১ম উ, দে,। নব রাগে আজ্‌ ফুটিলে কলি,
মন সাধে সবে করিব কেলি।

২য় উ, দে। সখা যাইবে চলি,
বুঝি আর না খেলি!

কন্দর্প। (আকাশে চাঁদ পানে চাহিয়া)

বেড়ায় একেলা চাঁদ বিশাল গগণেরে,
একটিও তারা নাই সাথেতে তাহার,—

শী। (আকাশ হইতে)
মুখ ধুয়ে পান খেয়ে, পাটিটী পাড়ায়ে,
ভেসেছি একেলা চাঁদ অসীম অকুলে,

ক। মুখখানি কেন শশী গিয়েছে শুখায়ে ?

শশী। দ্বিতীয়ে দিয়েছি আজ ঘোমটা টানিয়ে,

কন্দর্প। দেতো চাঁদ দুধ ঢেলে গাটা ধুয়ে যাই,
বিমল দুধটি তোর ভালবাসি ভাই।

ফুল। ফুটফুটে জোছনায়, ফুটে ফুটে পড়িতায়,
পাপড়ি পাতিয়ে গাছে শুই,
এখানে গড়ায় গায় আঁধার সুধুই,

শশী। মন মজান, প্রাণ মাতান বয়না যথা বুলী,
ফুলে ফুলে কয়না কথা যথা ঢুলি ঢুলি
যে বনে স্বর্গের বায়ু ঢেউটি না খেলায়,
সে বনে জোছনা যেতে বড় ভয় পায়।

কন্দর্প। [গোলাপের দিকে চাহিয়া]
গোলাবি বেলায়, গোলাবি বেলায়,
কে তোরা বেড়াবি আয়,
গোলাবি বরণে, গোলাবি ধরণে,
গোলাবি যমুনা যায়,

গোলাবি নেশায়, গোলাবি হাওয়ায়,
গরবি গোলাবী সনে,
গোলাব ছুড়িব, গোলাবে ভুলিব,
বেড়াব গোলাব বনে।

প্রেম। (ফুল গাছের দিকে চাহিয়া উপদেবীগণকে ডাকিতে ডাকিতে]

গীত।

রাগিনী পিলু বারোঙা—দাদরা।

কলি ফাটিল লো, বুঝি অলি এল,
না আসিতে অলি ফুল তোল তোল।
রাঙা ঠোঁটে রাঙা হাসি ফুটিল লো,
নীরবে নাগরে আদরের তরে
দুলিল সোহাগভরে দুলিল লো,
অধরে না ধরে মধু টলিল লো,
সুমৃদু সুরে ভাসি, অলিকুল সম্ভাষি,
এখনি কহিবে অলি, বয়ান খোল,
বয়ান খোললো ফুল মুখটী তোল।

(কুসুম হইতে মধু লইয়া দূরে দাঁড়াইয়া গদ্যের সনে গ্রন্থে কবিতার ছবি অঙ্কন, ও কন্দর্প কর্ত্তৃক চারিদিকে মুহুর্মুহু কুসুম বান ক্ষেপণ।

প্রেম। (চক্ষু মুদিত করিয়া)

মেঘে বিজলীর মৃদু আবিল্লি যেমন।
ঘুমের আঁধারে স্বপ্ন, আঁকলো তেমন।

রামধনুখানি ছাঁকিয়া সজনী,
বরণ বাহিরি নিলা,
ঢেউয়ানো রূপে ঢেয়ানো যৌবন
চিক্ মিক্ দেখা দিল।
রসায়ে রসায়ে রসালা স্বপনে
নবীন যুবার মনে,
অলস অবশ ডুবিল যুবক
সোনার স্বপন সনে।

প্রেম। (গদোর মুখের দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া থাকি

মজেছে মজেছে, পাগল আমার
সুখের স্বপন সনে!
হাসিছে কাঁদিছে কত কি করিছে
আপনি আপন মনে!
সরাও সরাও ঘুমের পাহাড়,
হয়েছে আমার কাজ,

পালা ওলো ঘুম,—পালাও মদন
সহেনা আর যে ব্যাজ।

কুহু কুহু কণ্ঠে আসিল,
ফুর্ ফুর্ ফুল্ পরা'ল প্রাণে
দুহাত বাড়ায়ে জাগিল যুবক,
ধরিতে স্বপনে মদন বাণে।

(নিদ্রাদেবীর সহিত কন্দর্পের কুসুম বান হানিতে হানিতে আঁধারে নিমিলীত হওন)

২য় উ, দে। (ফুল হার গাথিতে গাঁথিতে)
ফুলের গায় ব্যাথা দিলে কয় না সে কথা,
তাই বলে লাগে না কি ব্যথা ?

৩য় উ, দে। ফুলের মিহি ব্যাথাটী তাকালেই পায়,
ছুঁতে কি ছিঁড়িতে নাহি হয়,

ফুলকুল। (হার হইতে মুখ তুলিয়া তুলিয়া)
কবিতা মোদের বড় ভাল বাসে.
ব্যাথাটী তাহারে কই,
মানুষে ফুলের দরদ জানেনা,
কথাটী কইনে তাই।
(গাইতে গাইতে উপদেবীগণ।)

রাগিনী জংলা ঝিঁঝিট—তাল আড়া খেমটা।

উড়ু উড়ু করে কেন প্রাণ,
বুঝি বিন্ধিবে ব্যাধেরি বাণ,
প্রাণ কোথায় জুড়াই, কিছু খুঁজিয়া না পাই,
ফাঁকা ফাঁকা চারি দিকে সুধুই যে চাই,
কেবা আছ—কর পরিত্রাণ।

সকলে। কাঁদিয়া পেয়েছি মোরা সখা বিজনে।
তারে ভাল বাসি,
তারে নিয়ে হাসি,
সখা সকলি জানে,
সখা বিরাজে প্রাণে,
তাহারে ত্যজিয়া আজি বাঁচি কেমনে।

(মালা লইয়া)

গাছের গায় ব্যাথা দিয়ে তুলেছিনু ফুল,
গাছেরে পরায়ে যাই ভাসিগে অকুল।

(মালার ফুল খুলিয়া খুলিয়া বৃন্তে বসাইয়া পুনর্বিকাশ করিতে করিতে।)

বিচ্যুত বকুল ফুলে গাঁথিব রে মালা,
বারে বারে বৃন্তেরে দেবনা এ জ্বালা

(প্রেমের বারণ এবং মালার অবশিষ্টাংশ লইয়া উপদেবীগণ

ধর মোহন মালা গলে দে যদি কালা,

ভাসিব অকূলে মোরা সহেনা জ্বালা !

(প্রেমের হস্তে মালা দিতে দিতে ক্রমশঃ উপদেবীগণের বাতাসে মিশিয়া যাওন)

ফুলকুল। (মালা হইতে মুখ তুলিয়া তুলিয়া)

যুবার শক্তো গায় যাবলো শুখায়ে,

যতন না জানে সে মালার,

কবিতা কঠিন হবে পরাণ বিলায়ে,

আবেশে না আদরিবে আর।

প্রেম। পিরিতে পরাণ পুরিবে যাহার

ফুলে সে আদর দেবে,

কঠিন পরাণ তোদের পরশে

কোমল হইঁয়ে যাবে।

ফুলকুল। ফুলেতে ভুলিতে জানেনা যে জন,

কবিতা কেমনে চিনিবে সে,

কেমনে কবিতা মিশাবে মরম,

ফুলেরে ফুটাতে জানে না যে।

(মালা লইয়া কীর্ত্তনের সুরে মৃদু মৃদু গাইতে গাইতে পল্লববসনা প্রেমের ক্রমশঃ গদ্যের সুমুখে অগ্রসর হওন।)

কত ঘাট বট তট মঠ, নট

খুজিনু বহুত দেশ,

ওহে নটবর, নাপেয়ে খবর
সহেছি বহু কেলেশ।
কত কুসুমের কলি, ফুটায়ে দেখেছি,
পাইনি বুকেতে তার,
কত বিহগের নীড় নাড়িয়া দেখেছি
সাড়াটি নেই তোমার,
কত সাগরে ডুবিয়ে, ঝিনুক ভাঙ্গিয়ে
দেখেছি তাহার মাঝে,
কত খনির আঁধারে সাহসে পশিয়ে
ফিরিয়ে এসেছি লাজে,
কত মেঘের ভিতরে, আঁধারে আঁধারে
খুজিয়া ভিজিয়া মরি,
আজ বিধাতা আমার কপাল খুলেছে
নেযাব নাগরে ধরি।

গদ্য। (সচকিতে)

কে তুমি রূপসী, গহনে বিকাশি
খুঁজিছ বা কোন জন,
একেলা এবনে ভ্রমিছ কেমনে
কোথা তব প্রাণ ধন ?

প্রেম। (বাঁকা হ'য়ে দাঁড়াইয়া আঙুল মুখে দিয়া মুচকি মুচকি হাসিতে হাসিতে)

পিরিতি আমার নাম, নিবসতি ধরা ধাম,
নিবারিতে মনের আঁধার,
মনেরই বনেরই, একাদোকা যারে পাই,
জোড়া বেন্ধে দিয়ে যাই তার।
জগতে সবাই প্রাণধন মোর,
সবারি পুরাই আশা,
তুমিও আমার প্রাণের আধার,
পুরাব প্রেম পিপাসা,
চারু চাঁদ মোরে, ফাঁদ পেতেধরে
নিশিতে নাগর মণি,
দিবসে তপন, রমন আমার
ভাল বাসে দিনমণি,
বসন্ত আমার প্রেমের পাথার,
সদা সে আমারি পাশে
কোকিল আমায় গলায় গলায়
মোহন ফাগুন মাসে।
তবে কেন বালা, করে ধরে মালা,
ভ্রমিতেছ বনে বনে,
মোহন মালাটী গেল যে শুথায়ে
পরাও না কোন জনে।
(মালাটী ধরিয়া প্রেমের গীত ;)

রাগিণী প্রভাবতী—একতালা।*

বড় সাধ করে গেঁথেছি মালা পরাতে প্রাণেরি গলে।
বিপিনে ভাসিয়ে, কাহারো না পেয়ে, চলেছি ভাসাতে জলে।
মালাটী লইয়ে ভাসি বনে বনে
শুথাইল মালা না হেরি সে জনে,
যদি কভু পাই মনমত ধনে, পরাই তাহারি গলে।

পদ্ম। (ক্ষণেক নিস্তব্ধে থাকিয়া সুদীর্ঘ নিশ্বাসের সহিত)
যখনি দেখেছি সুখ স্বপনে,
মরম দহিছে দুখ দহনে।

প্রেম। (পদ্মের মুখ পানে চাহিয়া)
হৃদি নদী আজ কাহার তরে,
ভেসে বপু বেলা প্লাবিত করে

পদ্ম। তাহলে পিরিতি মানি তোমায়,
বল দেখি প্রাণে কি আজ চায়?

প্রেম। (ঈষৎ হাসিতে হাসিতে)
চাঁদের হাসিটী হবে, ফুর্ ফুরে হাওয়া ব'বে,
কুসুমের হবে ছড়াছড়ি,
তরল তটিনী পরে, ভাসিবে তরণী করে,
পাশে রবে বিমোহিনী পরী।
চারিদিকে কুঞ্জবনে গাবে পাখীকুল,
সুদূরে শানাই বাজি করিবে আকুল।

গদ্য। হলনা হলনা প্রেম ও আঁচ তোমার,

প্রেম। গননায় ভুল যেতে পারেও আমার!

গদ্য। (দীর্ঘ নিশ্বাসের সহিত)

অমল কমলে অলির আবাস,
পাখীর গলায় বিরহ বসে,
চাঁদের আলোকে, আগুন ঝলকে,
পলকে নারীর প্রলয় খসে।

নাচায় কাঁদায়, কামিনী আমার
অকুলে ডুবায় শেষে,
নিজেও ডুবিবে, ধরে ডুবাইবে,
ধিক ধিক ভাল বেসে।

প্রেম। মরম হারালে বেদনা জানেনা,
শোনে না সে জন নারীর কথা,
নবীন নাবিক তরাতে জানে না,
বাজে না নারীর ব্যাথায় ব্যাথা।

গদ্য। যৌবন ডরায় বড় রমনির নামে,
দেখিলে আয়েন্দীকমে,
শুনিলে শিহরী—
পরশনে অবশ যে কায়,
কেমনে বল না আমি মজিব তাহায়?

প্রেম। যৌবনে যাহার, যাতনাই সার,
সে কেন যৌবন বয়
যে মুখে ললনা মুখ পরশে না
সে মুখ কেন বা রয় ?
গদ্য। দেখিতে পরশমণি, যেন কুসুমের খনি,
রমনী দুর্মূল্য মণি জুড়ায় জীবন,
আবার তাহাই হয় নিধন কারণ.
প্রেম। রমনীর সোহাগেতে গলেনা যে মন,
সে মন পাষাণ, তার অসার জীবন,
গদ্য। মুখেতে মধুর হাসি অন্তরে গরল,
কে বলে রমনী মন সদত সরল।
প্রেম। আদরের মেয়ে প্রথমে রমনী
প্রেমের মানুষ মাঝে,
মায়ায় মানুষ তৃতীয়ে রমণি
সংসার তরণী সাঁজে।
গদ্য। দেখিয়াছি রমনীর কতই আনন
মনে মনে করেছি চুম্বন,
উচ্চ কুচ যুগে কত পড়েছে নয়ন,
প্রাণে প্রাণে করেছি মর্দ্দন।
ছুঁড়িয়ে মেরেছি, কত ভালবাসা,
কতই যুবতী পরে,

কারো বা নেগেছে, কারো ফোস্কেছে,
আপনি গিয়েছি মরে।
কিছুতেই সুখ নাই, সংসার ভাবিয়ে ছাই
বসিয়াছি তাই, •
পুরণো পৃথিবী ভাই, নূতন কিছুই নাই,
কিছুই না চাই।
(অধোমুখে অবস্থান।)

প্রেম। (বুকে হাত দিয়া সুরে)
উন্নত বুক, আধ ঢাকা কুচ,
সুনীল বসনে সব ঢাকা,
দ্বিতীয়ার চাঁদ, পাতিতেছে ফাঁদ,
যে না দেখে তার সব ফাঁকা।
শুকাকাশে আধগ্রাস না দেখেছে যে,
হাসির শশীতে কেন হাসিবেক সে।
সাঁজের আরতি কালে দেবীর মুখানি,
সাজান গাজান সুশোভিনী সে যেমন,
সেও মুখানি তেমন— .
গভীর মেঘের মাঝে ফুটিয়া উঠিতে,
যেমন দেখায় মরি সুধাংশু তখন,
সেও মুখানি তেমন—
স্নেনান্ করিয়ে চাঁদ চুল ছেড়ে দিয়ে,

রাঙ্গা ঠোঁটে পানখেয়ে বসিলে আকাশে,
তবে তার মুখখানি ভাসে—
সাদা মেঘে ঢাকে যবে ঝকমকে রবি
মোলাম মোলাম রোদ তখন যেমন,
তেমনি হে নটবর তাহার বরণ।

গদ্য। কুচভরে নমিতাঙ্গি, নধর দেহের ভঙ্গি,
নিবিড় নিতম্ব গুরুবড়
উরুর সুগুরু ভার, তাহ'তে বেণীনি ভার,
ভারে ভারে সদা জড়সড়।
প্রেমের পাহাড় তার. সে বড় বিষম ভার,
নামাত পারিলে নারী এড়ায় সে দায়,
নিয়ে ছুটোছুটি করে, যে দেখে পালায় ডরে,
কার ঘাড়ে চাপাইবে খুঁজিয়া না পায়।

প্রেম। প্রেমের পাহাড়ে, ঢেলে দে'য়া ঢাল,
যে জন চড়িবে তায়,
গড়ায়ে গড়ায়ে, কিছু না ধরিয়ে
পড়িবে নারীর পায়।
সকালে ঘোমেতে নারী মোলাম গড়ন,
বিকালে যুবতীজনে প্রেমের বদন।

গদ্য। কত উপদেবী আসি প্রেম ভিখ্ চায়,
আমি কোন দিন তবু তাকাইনে তায়।

প্রেম। (সুরে)

তুমি যে পরেরি প্রাণ দেখেছি তা নয়নে,
তুমি যে হবেনা সখা, জেনেছি তা পরাণে !

গদ্য। (প্রেমের হাত ধরিয়া ঈষৎ হাসিতে হাসিতে)

আমার আর একটি আমি, যদি আমি পাই,
দূর হ'তে দেখে তারে জীবন জুড়াই,
তবু নিকটে না যাই—

যাতনা ছাঁকিয়ে ভাল বাসা কেহ,
যদি রে আনিয়ে দেয়,
চোখ্টা বুজিয়া, নাকটা ধরিয়া
চুষেনিতে পারিতায়।

(মুখে হাত দিয়া হাস্য)

(সহসা আবার গম্ভীরভাবে)

হাসিলে কাঁদিতেহবে,
কাঁদিলে হাসিব শেষে,
প্রমোদে প্রমাদ ভবে,
প্রমোদে যাবনা ভেসে।

প্রেম। (সুরে)

প্রমোদে প্রমাদ কে বলে ঘটায়,
প্রমোদে প্রেম দে মনে,

হাসিলে শেষেতে যদিও ভাসায়,
আবার হাসায় প্রাণে।
(প্রেমের গীত।)

রাগিণী কালাংড়া—জলদ একতালা।

এমন কপাল কি তব হবে।
কবিতারে কোলে নিয়ে চাঁদ মুখে চুম খাবে।
ফুলে ফুলে হাত বুলাবে,
সুধা চাঁদ তুলে খাওয়াবে,
কোকিলে গান শুনাবে, নাচিব সুমুখে সবে।

গদ্য। (ত্রাস্তভাবে সুরে)

পাগল করেদে আমারে পাগল করে দে।
করনা ও নাম আমারে পাগল করে দে।

প্রেম। (হাসিতে হাসিতে)

কবিতা আমার ছুট্‌কিত নয়,
ছুট্‌কে পড়েনা গায়,
প্রাণের ভিতর বসতি তাহার
কেহনা জানিতে পায়।

গদ্য। (বুকে হাত দিয়া মৃদুস্বরে)

ধিকি ধিকি ধিকি দিপিছে অনল,
সরমে কেমনে সে জ্বালা চাপি।

পবনের ভরে পরাণ শিহরে
কোকিল কুজনে কেন গো কাঁপি !

প্রেম। সোনার আগুন, কোমল কেমন,
মোলাম মরম মত,
সে আগুনে কভু পারে কি পোড়াতে
কঠিন মানুষ যত ?

পদ্ম। চাঁদের চুন্‌কী, ফুলের ফুল্‌কী
আগুন ফুল্‌কী শুধু,
আকাশের চাঁদ, আগুন চাঙ্‌ড়া,
জ্বলিছে হৃদয়ে ধু ধু।

প্রেম। নীরস হইলে সকলেই জ্বলে,
নীরস মরম তব,
নীরস কাঠেরে ঘসিলে আগুন,
বিধির কি দোষ দেব।

পদ্ম। (ধিরে ধিরে চোখ দুটি মুদিত করিয়া।
ভুলিবারে যাই, কেন ভুলিতে নারি,
সে যদি না চায় তবু আমিতো তারি,
জ্বলি জ্বলি জ্বলি, ভুলিতে না চাই,
জ্বলি যত তত হৃদয়ে লুকাই,
প্রাণে কিছুই না পাই !

প্রেম। (হেলিতে দুলিতে)

যে খানে আগুন পাই,

সেই খানে দেখি ছাই,

ছায়েতে বুকেতে রাখে লুকায়ে আগুন,

সদত প্রেমের ভরে বরণ অরুণ,

প্রেম দরপনে   প'লে প্রতিরূপ,

সে ছায়া কভু না ওঠে,

কায়া চলে যায়,   তবু ও ছায়াটী,

আমরণ প্রাণে ফোটে,

দরদে দরদী যদি হইতে তারি,

ব্যাথার ব্যাথি কি তবে ত্যজিত নারী ?

গদা। কেবা অকুল পাথারে,   ডারিল আমারে,

না জানি সাঁতার আমি।

এ যে বিষম তুফাণ,   কিসে বাঁচে প্রাণ,

জান কি উপায় তুমি !

প্রেম। অকুল তুফাণে,   বিপদ না গণে,

হাত পা ছড়ায়ে ভাস,

ঢেউয়ে ঢেউয়ে,   নে'যাবে ভাসায়ে

লাগিবে কুলের পাশ।

যে কভু ভাসিতে   জানেনা কখন,

ভাসালে অকুলে তারে,

নিজেও ভাসিয়া, আকুল হইয়া
শিখাতে হয় সাঁতারে।
তিক্তো পরাণে মিঠে মাখে প্রেম,
নিঙ্ড়ালে গলে সুধা,
ছানিয়া যে খায়, ননী সেই পায়,
থাকেনা প্রাণেতে ক্ষুধা,
দুখের পিরিতি, সুখের বড়ই,
লুকিয়ে পিরিতে আরো,
পরিণয়ে প্রেম, না হয় তেমন,
সে প্রেম সুধু সখের,
পতীর পিরিতে, রতীর আভাস
লুকান পিরিতে মধু,
গঞ্জনে লাঞ্ছনে, ভ্রমে জনে বনে,
দেখিতে মুখটী শুধু,
জগত বিলায়ে দিতে পারে দাতা,
নিজেরে বিলায় প্রেম,
নব নটবর দাওনা উত্তর,
কেবা লোহা কেবা হেম ?
গদ্য। নাচায় কাঁদায়, পিরিতি আমায়,
পরাণ পোড়ায় শেষে,

কামিনী কাঁপায়, প্রেমের পীড়ায়,
ঝুলায় পাপের ফাঁসে,

প্রেম। অবলারে বল পরায় পিরিতি,
পুরুষে পরশে ভয়,
নিরস নিঠুর, করেদে মধুর,
লাজে না বাধাটি দেয়,

জগত বিলায়ে দিতে পারে প্রেম,
ফকিরে পিরিতি পেলে,
সুরূপ কুরূপ চেনে না পিরিতি,
যায় না যৌবন চলে,

জাতি কি অজাতি, দিবস কি রাতি
চেনে না পিরিতি ভাল,
সাগর সলিলে জোয়ার ভাঁটা নি,
সবি এক ঢালা ঢাল।

পরেরে পরাণ বিলায় পিরিতি
কামনা নাই কো তার,
আপন কি পর, জানে না পিরিতি
পরায়ে দে' প্রেমহার,

সাধা, বাধা, কাঁদা, প্রেমেরি ভূষণ,
মানের মেখলা তায়,

পিরিতে চাতুরী মরি কি মাধুরী,
কলঙ্কে কেবা ডরায়,
পিরিতির ঢেউ পরাণে উঠিলে
মুখেতে ফুটায় হাসি,
পিরিতির বেগ গুখায়ে আসিলে
নয়নের জলে ভাসি,
প্রেমের তিনটি আঁখি, একটি তো নয়,
একটীকে রাঙাইয়ে একটীতে মজাইয়ে
একটীতে নিজেরে বাঁচায়।
বিমল পিরিতে শুধুই কবিতে,
যে দিকে ফিরিয়ে চায়,
মনে কি নয়নে চলনে বলনে
সদাই কবিতে তায়।

গদ্য। শুনিতে মধুর, সদা বটে প্রেম,
খেতেও মধুর বড়,
দেখিতেও ভাল লাগে ভালবাসা,
করিতেই জড়সড়,

প্রেম। খেতে ভাল মিঠে কথা,
দেখ্‌তে ভাল রূপ,
খেল্‌তে ভাল প্রেমের খেলা,
শুন্‌তে ভাল চুপ।

গদ্য। (সজল নয়নে চাঁদ পানে চাহিয়া)

শশীর কয়টী কলা কে নিল মুছিয়া রে,

আমারি মতন,

যামে যামে রজনীর উঠি যে শিহরি রে,

কেন বা এমন !

(সুরে)

চাঁদ আমায় কে কেড়ে নিলি এনে দে চাঁদে আমায়

সাদরে সাধিরে সবে, ধরে তোদের ছুটী পায় !

(করুণ সুরে প্রেমের গীত।)

রাগিণী থাম্বাজ—দাদ্‌রা।

কবিতা মোলাম করি কেন বিধি নিরমিল।

মোলাম করিল যদি কেন হেথা পাঠাইল।

হেথা যদি পাঠাইল, মরম কেন না দিল,

মারিতে মোলামে বুঝি পাহাড়ে আছাড় দিল।

(গাইতে গাইতে প্রেমের অদৃশ্য হওন।)

তৃতীয় অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—:*:—.

তরঙ্গাকুলিত সাগর।

সময় অপরাহ্ন।

(মগ্ন ভানু কিরণে সমুদ্রতীরে গদা বিমর্ষে দণ্ডায়মান, সমুদ্র গর্ভে সূর্য্যাস্ত এবং আকাশ ও অর্ণবের অপূর্ব্ব মিলন দেখিতে-ছেন ; ধুলো কাদা মাখা উলঙ্গ বেলাবালকগণ, কেহ বা বেলায় মুক্তা খুজিতেছে, কেহ বা জলে জল ছিটাইয়া ছিটাইয়া মাছের সহিত খেলা করিতেছে।)

গদা। ফাঁকা ফাঁকা ছাড়া ছাড়া মধুর মলিন,
ভানুর ফুরাণো রোদ হয়েছে যেমন,
প্রাণের সুখের স্বপ্ন হইয়া বিলীন,
আমাকেও আজ্ দেব করেছে তেমন!

প্রেম। (সলিলাভ্যন্তর হইতে মুক্তার মালা গাঁথিতে ২)
যে জলে নলিনী নাই সে জল কেমন,
কবিতা বিহীন প্রাণ আঁধার যেমন;

শশীর হাসি বিহীনা যামিনী যেমন,
নাগর কবিতা বিনা তুমি ও তেমন।

গদ্য। (সচকিতে)
ডুবিয়ে অতল জলে রয়েছ কেমনে,
বলনা পিরিতি আজ কিসের কারণে,

প্রেম। ডুবিয়ে অতল জলে মণি নে সবাই,
ডুবিয়ে দেখি হে তাই পাই কি না পাই,

গদ্য। (সভয়ে চারিদিকে চাহিতে চাহিতে)
কবিতা আমার গিয়েছে ফুরায়ে,
চোখ্ দুটি ফাটাইয়ে,
স্বপনের সনে, আঁধারের কোণে,
গেছে সবা ফুরাইয়ে।

প্রেম। অতলে ডুবিয়ে মাণিক তুলিয়ে,
সকলে গলায় পরে,
অকুলে আকুলে দেখিতেছি তাই,
নিতে পারি যদি ধরে,

১ম বেলা বালক। (একটি মাছ ধরিয়া গম্ভীরভাবে)
কহিলে গেরাহ্য বুঝি হয় না তোমার,
ঘাড় ভেঙ্গে ফেলাবনা তোর!
ল্যাজের বাড়িটী মার, লাগেনা আমার!
দেখি ল্যাজে কত বড় জোর!

প্রেম। (সলিলাভ্যন্তর হইতে সুরে)

কোমল আঙুল তুলিলে কবিতা,
মুখ তুলে চায় জলের মাছে,
কোমল আঙুল নাড়িলে কবিতা,
ফুল ফুটে ওঠে বমের গাছে।

(মাছের জলের উপর মুখ তুলিয়া তুলিয়া দেখা)

সকলে। (হাত তালি দিতে দিতে)

কোমল আঙুল তুলিলে কবিতা,
মুখ তুলে চায় জলের মাছে,
কোমল আঙুল নাড়িলে কবিতা,
ফুল ফুটে ওঠে বনের গাছে।

২য় বেবা। (একটি মাছের দিকে চাহিয়া)

আমারে সাঁতার মাছ, দে আগে শিখায়ে,
তা'ন'লে তোদের সাথে খেলাব না আমি,
জলে যদি ডুবে যাই, দিবি কি উঠায়ে!
ডুব দিতে ভাল করে জানিনে যে আমি।

৩য় বেবা। (হাত নাড়িয়া বারণ করিতে করিতে)

না ভাই দিস্‌নে ডুব কাণে জল যাবে,
ওদের সাথে ডুব্ পাড়িতে দম আট্‌কাবে।

গদ্য। ছিটাস্‌নে জল হেথা ছুটে আসে গায়,
আছাড় মারিব জল কাণে যদি যায়।

প্রেম। (জল মধ্য হইতে)

শিশুর বদনে মুকুতা গজায়ে,

কচি কচি হাসি মাখে,

মোমের বুলিটী মুখেতে ফুটায়ে

কবিতা শিখায় তাকে।

সকলে। (জল ছিটায়ে ছিটায়ে মাছের সহিত খেলা করিতে করিতে)

সারাদিন জলে জলে বেড়াও খেলায়ে,

ধরা দিতে চাওনা তোমরা,

ধরিলে ডেঙ্গায় আজ দেবরে ফেলায়ে,

দেখি কোথা খেলাও তোমরা!

পদ্ম। আ, মরণ! কোথা হ'তে ছেলে গুলা এল,

জ্বালার উপর জ্বালা এযে আরো হল।

(মুদ্গর হস্তে বালকগণের দিকে ধাবমান)

সকলে। খেলাতে দিলে না, আচ্ছা থাক আজ তুমি,

মাকে বলে এর সাজা দিতে পারি আমি—

(সুরে)

কোমল আঙুল তুলিলে কবিতা,

মুখ তুলে চায় জলের মাছে,

কোমল আঙুল নাড়িলে কবিতা,

ফুল ফুটে ওঠে বনের গাছে।

(গাইতে গাইতে বেলায় মুক্তা খুঁজিতে খুঁজিতে এলো মেলো বালকগণের প্রস্থান।)

প্রেম। (অনন্ত জলরাশি ভেদিয়া উঠিতে উঠিতে)

কালো দিক্ দেশ, কালো জল স্থল,
সজীব কালিমা বয়,
কবিতা আমার, কালি হ'য়ে আজ
নির্জীবে পড়িয়া রয়,
সজীব সলিল, সজীব জগত,
ঘুর পাক দিয়ে ধায়,
কবিতা আমার, শুয়ে দোলনায়,
মরি কিবা দোল খায়!

(সলিলোপরি মুখ তুলিয়া তরঙ্গের চঞ্চল ভাব দেখিয়া)

কার্ তরে এ পুলক তরঙ্গ তোমার,
কবিতা কাঁদিছে পড়ে অকূল পাথার,
প্রশান্ত গম্ভীর ভাব কেন নাহি আজ্,
উলঙ্গ উন্মাদ হেরি পাই যে হে লাজ।

(কটিদেশ পর্য্যন্ত সলিলোপরি তুলিয়া ক্রোধ ভরে ঘাড় নাকাইয়া ও তর্জ্জনী তুলিয়া তরঙ্গের প্রতি)

যে তোমা আনিয়ে দেয় তরলা তটিনী,
নিষেধ করিছে সেই থামাও নাচুনী,
যার তরে হেলে দুলে বেড়াও নাচিয়ে,

তার তরে আমিও দেব পড়েছি ঝাঁপিয়ে ;
অথির হ'ওনা ঢেউ হাবু ডুবু খাই,
কবিতার তরে আজ্ দিতেছি দোহাই।

(তরঙ্গাবলীর নতশিরে শান্তভাব ধারণ)

(তরঙ্গোপরি দাঁড়াইয়া বুকে হাত দিয়া এলোকেশে আকাশ প্রতি চাহিয়া প্রেমের গীত।)

রাগিণী—সাহানা—ঝাঁপতাল।

কি দোষ করিল বিধি কবিতা তোমারি পায়।
মোলায়ম বলিয়া এত তারে কি গলাতে হয়।
কবিতা তোমারি ধন, হেথা কে চেনে সে ধন,
নিহারে নিভিবে কেন, জ্বলন্ত আগুন হায়।

আঁধার সলিল মাঝে প্রদীপ্ত মূরতি,
সহসা ফুটিল প্রেম প্রসন্ন বদন,
ঝর্‌ঝরে চুল গুলি ঝরিয়া কপালে,
জলের মুকুতা গুলি তুলে দে' চুম্বন,
চক্ চকে সাজা গাজা বেণী বিলম্বিত
প্রেমের উচ্ছাস মিহিতায়,
সাগরে নাগর পানে হইল ধাবিত,
হাতে ধরি বিমল মালায়।

প্রেম। শিশুরে শিখায়, ধুলো খেলাইতে,
পুতুলের দিতে বিয়ে,
যুবারে শিখায়, প্রেমের বুলিটী
নিজে প্রমোদিনী হ'য়ে,
বুড়রে কবিতা বনেতে বসায়ে
শুনায় বিষাদ গান ;
পূর্ব্ব স্মৃতি যত ভুলে জীবনের,
উঠায় উদাস তান।

পদ্ম। (ক্ষণেক নিস্তব্ধে থাকিয়া মৃদুস্বরে)
না জেনে না শুনে পিরিতে মজিব,
পরে কি পাগল হব,
কোথায় সে জন; হয় বা কেমন,
শেষে কি হারাব সব !

প্রেম। মধুপ যা খায়, কবিতা তা খায়,
ফুল যা'তে, শোয় তা'তে,
বিহগ যথায়, উড়িয়ে বেড়ায়,
কবিতা ওড়ে তাহাতে।
মনের মোহিনী মাঝি কবিতা কুমারীরে,
প্রেমের নদীটি চেনে শুধু,
যখন যে মেঘ ওঠে,
বাঁচায়ে নে সে শঙ্কটে,

মেঘ দেখি বেগ চেনে বালা,
সদা সবে করে পার না ডুবায়ে ভেলা।

গদ্য। কবিতারে শুধু চেপে চেপে মারে,
মানুষ মরম হীন,
কালি মেখে গায়, বেচিতে নে যায়
মানুষ মায়া বিহীন।

প্রেম। কবিতা পড়িতে মুখ নাই ভবে,
দেখিতে নয়ন নাই,
বুঝিতে কবিতা মরম নি ভবে
কবিতার দশা তাই।

গানেতে গলেনা, মরম যাদের
কবিতায় নারে কাঁপাতে প্রাণ,
ছবিতে ছাপে না হৃদয় তাদের
মাটীতে মিশেছে পরাণ খান।

মানুষের হাত দিয়ে, কাঠের কলম বেয়ে,
যে কবিতা গলে গলে পড়ে,
সে কবিতাপোকা কাটে, বিকায় বাজারে হাটে
কাগজে সে শুধুই আঁচড়ে।
মথিলে মন সাগর ওঠে যে কবিতা,
সে কবিতা বড়ই মধুর,

লুটিয়া বিদ্যা ভাণ্ডার তুলিলে কবিতা,
জলো জলো সে বড় বেসুর।
বিধির হাতের কবিতা কোমল,
দিগ্‌দেশ জুড়ে বিকাশ হয়,
নরের কবিতে, শুধুই কবিতে,
সে কবিতা ঘন গহনময়।

সে মুখ সুগোল নয় চাঁদের মতন,
সে বুকে মতির মালা দোলে না কখন,
সে মুখে মেঘ না ওঠে,
সদত জোছনা ফোটে,
যত হেরি তবু হিয়া তির পিত নয়,
নয়নে নবীন রূপ সকল সময়।

কবিতা পায়েতে আলতা পরে না,
কবিতা গালেতে মাখেনা লাল,
পল্লবিত কেশ জড়াতে জানে না,
এলোন ছড়ান চিকুর জাল।
কবিতার চোখে চপলা খেলে না,
পিকেতে পাকেনা অধর তার,
নয়ন যুগল কাজলে আঁকেনা,
সিন্দুরে মাজেনা দশন হার।

আঙুল নাড়িয়ে, বাহুটী দুলায়ে,
কটী হেলাইয়ে কহেনা কথা,
ঘাড় বাঁকাইয়ে, হাব ভাব দিয়ে,
দেয় না কবিতা মরমে ব্যাথা।

ছ' মাসের মেয়ে যে চোখে তাকায়,
কবিতা আমার সে চোখে চায়,
ফাঁকা ফাঁকা ফেলে মোলাম চাহনী,
চোরা দেখা কভু নাই কো তায়।

গদ্য। পাব কি পুরণ দেখা কবিতে তোমার,
প্রাণভরে দেখে আঁখি নিভাবে নিহার!

প্রেম। চাঁচা ছোলা বুলি, জানে না কবিতে,
ফিস্‌ফিসে কথা কয় না কাণে,
আজ্‌কে কবিতে কাতরা আমার,
জ্বলিছে শুধুই মদন বাণে।
সে শিশু চিকুরগুলি ছড়ায়ে কপালে,
নয়ন নিহারে মুখ কমল শুখালে,
সে নারী কিশোরী, নাই প্রেমেরি চাতুরী,
এখনো পূর্ণ বিকাশ হয়নি মাধুরী।
লাজের পবিত্র পর্দ্দা ঘোমটা নরের,
সে মেয়ে ধারে না কভু ঢাকুনীর ধার,

চাঁদের মুখে অমানিশা ঘোম্‌টা নরের,
সতীত্ব ঝাঁপিতে নেই পরদা তাহার।
চন্দন চর্চ্চিতা, মৃগমদ মণ্ডিতা,
হয় না সে বিরহ জ্বালায়।
শোয়না সজলদলে; শুথায় না মালা গলে,
বিষাদ বহে না সে না সায়।
কোমলিনী কমলিনী,
কবিতা কোমলা রাণী,
চোখের জলের পরে রাজত্ব তাহার,
অকুল সে জলে করে সাঁতারিয়ে পার

মনের মোলাম রাণী,
মায়ার মাঁনুষখানি,
প্রাণের পরশমণি গলে দোলে তার,
ধারায় ভাসিলে দেয় আশ্রয় তাহার।
আকাশের চাঁদে অরুচি মোদের
সদত দেখে সে চাঁদ।
নূতন চাঁদেরে ধরে নিতে তাই,
এসেছি পাতিয়ে ফাঁদ।
গদ্য। বছরে বারোটী বার হেরি পূর্ণ মুখ,
যদি হয় অরুচি তোমার,

কে আছে এমন চাঁদ নিত্য দেবে সুখ,
কোথা পাবে হেন চাঁদ আর !

প্রেম। (গদ্যের মুখখানি ধরিয়া)
মোরা পলকে পলকে, ঝলকে ঝলকে,
নূতন নিরখি তায়।
তার কপাল ফলকে, চাঁদের আলোকে
কত কি রোজ্‌ দেখায়।
সে ভুরুলতায়, বিহরে বিজলী,
অধরে বিজলি গলে।
কপোল কমলে, শুয়ে সৌদামিনী,
চিবুকে চপলা ঝলে।

গদ্য। বিজলীর বুকে সদা অশনি নিবাস,
তবে বুঝি বৃথা প্রেম তোমার প্রয়াস।

প্রেম। সে যদি বিজলী, তুমি অশনি তাহার,
দুজনে জড়ায়ে রবে ভাবনা কি তার !

গদ্য। সে বালা সদত নাকি কাঁদিয়ে কাটায়,
জনম দুখিনী বালা সকলেই কয়।

হাসির কুঁড়িটী ঠোঁটে ফুটিয়া পড়িল,
সজল নয়নে প্রেম কহিয়া উঠিল।

প্রেম। সবে ভাবে বুঝি কবিতে আমার,
শুধু শুধি কেঁদে ভাসিয়ে যায়।
যা কেহ দেখেনি কিন্তু দেখিবারে চায়,
কবিতা যে তাহাই দেখায়।
মরু ভূমি মাঝে আতপে তাপিত,
বীজটী শুখায়ে যাবে,
কবিতা কাঁদিবে নয়ন গলিবে।
চারাটী গজাবে তবে।
কবিতা কাঁদিলে সে নয়ন জলে
নবীন অঙ্কুর ফোটে,
কবিতে আমার, তাই নিশি দিন,
কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে কাটে।
(কীর্ত্তনের স্থরে)
চন্দ্র মাড়িয়া বদন চন্দ্র,
ইন্দু মাড়িয়া বিন্দু,
শশাঙ্ক ছানিয়ে সে কোমলাঙ্ক
শুধু সে স্থধার সিন্ধু।
প্রাণের কুমারী শিখেছে কি গুণ,
সহিল না কভু সে গুণ তায়।
যার তার প্রাণ মাতাতে সে জানে,
কবে বুঝি বালা কাঁদায়ে যায়!

গুণের জীবন এখন তখন,
এ ধরা জানে না ধরিতে তায় ;
সে গুণে গলিতে মেলে না মরম
কাজেই জীবন কাঁদিয়ে যায়।

এখানে কেহই চায় না যাহারে,
পরমেশ তারে করেন কোলে।
এখানে যে কথা, কেহই শোনে না,
পরমেশ প্রাণ তাতেই ভোলে !

খায় বা না খায়, সবে সে মাতায়,
সদা গলে চোখে দুখেরি ধার।
চোখে চোখে তারে, শুধা'ল সকলে,
তাই বলি গুণ স'ল না তার !

(কহিতে কহিতে ক্রমশঃ প্রেমের উন্মাদিনী অবস্থা
ও নাগর কর্তৃক শুশ্রূষায় পুনঃ পূর্ব্বভাব প্রাপ্তি)

গদ্য। কহিতে ও কথা যদি কেলেশ তোমার,
থাক্ তবে শুনিব না আর—

প্রেম। মিঠে কথা নেই লিখিতে কবিতা,
মোলাম ভাষাও এখানে নাই,
মনের মতন মনও মিলে না,
কবিতার আশা মিটে না তাই।

(কীর্ত্তনের সুরে)

কাঁদে কোকিলে, কুহু কুক্ তুলে,
অলি সঞ্চারে না কুসুমে।
দীন সমীর, ধীরে ধীরে চলে,
ব্যাথা পেলে বালা মরমে।

১টী লতা। (পল্লবে মুকুলে ফলে ফুলে জড়াজড়ি করিতে করিতে গদ্যের গায় পড়িয়া কহিয়া উঠিল।)

ফুলের বয়সে ফুটেছে কবিতা
শিশুর সরলতা তবু মরমে,
কুচের কুঁড়িটী উঠেছে উরসে।
অলি সঞ্চারে নি সে কুসুমে।

১টী পাখি। (গদ্যের মাথার উপর দিয়া উড়িয়া যাইতে যাইতে বলিয়া গেল।)

গলে কোকিলে, কুহু কুহু বলে,
নয়নে নাচে খঞ্জনী।
চক্রবাক করে বুকেতে বসতি,
মলিন জোছনা বরণী।

প্রেম। কবিতা কাঁদে না হাতে ঢেকে চোখ্,
অধরে চাপিতে জানে না হাসি।

মনের বেদনা লুকাতে পারে না,
প্রেমে সে পরে না লাজের ফাঁসি।
নয়নে ঘোমটা পরে না কবিতা
লাজের পাতাটী দিয়ে।
আড় চোখে চোখে চায় না কবিতে
মুখেতে পর্দা দিয়ে।
পুরুষে শুধুই মজায় নারীরে
নারীরা সদাই পুরুষ চায়,
পুরুষ কি নারী, পশু কি মানুষ,
কবিতা সবারি মাতায়ে দেয়।
সে তটিনী কভু দাঁড়েতে ফাঁড়ে না,
সে বিহগে কভু ব্যাধেতে বিন্ধে না,
সে নিহারে কভু অনল জ্বলে না,
সে জোছনা কভু মানুষে মাড়ে না ;

গদ্য। (প্রেমের হাত ধরিয়া)
কোথা গেলে পাওয়া যায়, কোথায় সে রত্ন।

প্রেম। ফুলে ঢুলে কথা কয় বাতাসে যথায়।
মোটা মনে কভু মেলে না কবিতা
মিহি মন চাই চিনিতে তারে,
প্রাণের পটুয়া কবিতা আমার,
যিনি রঙে আঁকে দেখে নি যারে।

মরমের কোণে মজে মজে থাকে
কবিতা সবারি বুকে,
তবুও তাহারে কেহই খোঁজে না,
দেখে না কেহই দে'খে।

চাতকির পরে চড়ে, কবিতা আকাশে ওড়ে,
পেড়ে পেড়ে ধারা করে পান।

মরালের পিঠে বসে, সুনীল সলিলে ভাসে,
ক্ষেতে দোলে হ'য়ে শিশুধান।

কবিতা ব্রজের বনে রাধা বিনোদিনী,
কবিতা নরের কোলে নব প্রণয়িনী।

গদ্য। বিরাগী মরম কে কোথায় নিল,
রাঙা মুখখানি কেনরে তায়,
টেনে টেনে মোরে, মধুর সাগরে
মধুতে কে আজি ভিজায়ে দেয়।

প্রেম। তপন তাপিতে, বিলায় কবিতে,
মলয়া মাখান ছায়া,
মরম তাপিতে এনেদে কবিতে,
শান্তির শীতল কায়া।

আকাশের গায় মেঘ মেখে বালা,
বিজলীর দাগ দেয়,

আকাশের গায় বসায়ে তারায়,
নয়ন গলায়ে চায়।

পথের পথিকে খুঁজে দে কবিতে
হারাণ পথটী তার,
পিপাসা পীড়িতে, এনে দে কবিতে
নাচান লহরী সার।

বিরাগে ভরিলে বিজনে লইয়ে
শুনায় পাখীর গান।
তাই যোগীগণ, ত্যজি ধনজন,
সদত বিপিনে যান।

গদ্য। কবিতাব তরে পাগল হইয়ে
খুঁজিব গহনে বনে,
কবিতা আমার, আমি কবিতার,
জপিব কবিতা মনে।

প্রেম। টাপু টুপু টল মল, যৌবন জোয়ার জল,
ঢল ঢল কানে কানে বেলায় বেলায়,
কুচভরে অবনত, সলাজে বয়ান নত,
কবে বুঝি বেলা ভেঙ্গে দেশটী ডুবায়।

বিষাদ আঁধারে ভয় পায় না সে বালা,
পুলকের শলকেতে লাজে দে'না জ্বালা ;

শোকের শুক্‌নো ঝড়ে এলো থেলো করি,
মাটিতে মিশায় না সে বিমল কুমারী।
জীবনের ভরা পুরো দুপুর বেলায়,
গরবের ঘাম কভু ছোটেনা সে গায়,
বাতাসে গুলিয়ে যায় সে কোমল কায়,
অনঙ্গের ভুজঙ্গেতে দংশে না তাহায়।
প্রমাদে কবিতা শান্তি স্বরূপিনী,
প্রমোদে কবিতা আনন্দ রূপিনী,
অধরে কবিতা ঢালে হাসি খুসী,
পাপীরে পরায় রোদনের রাশি।
গীতায় হয় না ভীতা কবিতা আমার
ধরম করম নাহি জানে,
না মানে অসতী সতী বিচার আচার,
সদা ভাসে বিকশিত প্রাণে।
কবিতা গীতায় গায়, পুরাণেতে কথা কয়,
কবিতায় কথা ক'ন তারা ত্রিনয়নী,
বাতাসে হাত বুলায়, ঢেউতে চুম্বন দেয়,
সে নয়নে তাকায় হরিণী,
সে বদনে সলিলেতে ফোটে সরোজিনী।
গদ্য। প্রাণের পরম সাথি কবিতা আমার,
ছাড়িবনা জীবন থাকিতে,

দুখের দমকা ঝড়ে ছিঁড়িলে সংসার,
কবিতারে নারিব ছাড়িতে,

প্রেম। আকাশে চাঁদের দানা কে দিল ছড়ায়েরে !
আমারি কবিতে সে যে আর কেহ নয়,
ফুলের কোমল গায় কে বাস মাখায়রে,
আমারি কবিতে বিনে আর কেহ নয় !

কমল মুদিলে, সে মুখ কমলে,
হেসেদে অলিরে মধু,
চলে গেলে চাঁদ, সুধা দে চকোরে
হাসায়ে বদন বিধু।

তুলিটী হারালে চলে না চিত্রার,
গলা ভেঙ্গে গেলে গায়না গীতি,
কবিতে আমার, কিছুই চায়না,
ধারে না সে কোন ধরার রীতি।

কবিতা দেখিতে কবিরাই পারে,
কবিতা পড়িবে ভাবুক জন,
কবিতা লিখিবে মায়ার অন্তরে,
নিরমমে নয় কবিতা ধন।

গদ্য। সে যদি না ভাল বাসে, আমি তারে বাসিব,
সে যদি না চায় ফিরে, পায় ধরে সাধিব।

প্রেম। বিজ্ঞানে অজ্ঞান হয়ে দেয় না সাঁতার,
ব্যাকরণে অকারণে ভাবে না অপার,
ভূগোলে সুগোল দৃষ্টি পড়ে না তাহার,
অবোধ মুগধ বালা কবিতে আমার।

কবিতে দেখেনা, কোন্ দেশ কোথা
কত টুকু গেছে বেয়ে,
কোন্ নদীটিতে কত টুকু জল,
কবিতা দেখেনা গিয়ে।

কবিতে কালীর নয়, শুধু সে মরম ময়,
ভেবে ভেবে কালীর বরণ,
কবিতে দেখার নয়, লেখা কি পড়ার নয়,
শুধুই সে ভাবিবার ধন।

কবিতার মিহি খেঁটী মোটা মনে নয়,
হাড়ে বিধি মানুষ গড়ায়,
মোলাম তুলিটী দিয়ে সজীব সে ছবি,
মানুষে তা মুছে ফেলে দেয়।

বুকের দুখের রক্ত কলমে করিয়ে,
মোলাম নয়ান দিয়ে মায়ায় মাড়িয়ে,
মন ছিঁড়ে, প্রাণ ছিঁড়ে লিখে যায় কবি,
মানুষে তো বুঝে তার যত্ন জানে সবি!

দশেতে শতেক জন প্রপীড়িত জ্ঞানে,
শতেকে দশটি জন কবিতা না চেনে।
আথরের মরালতা পুথিতে লতায়,
কবিতা জিয়ায়ে তারে কুসুম ফুটায়।
মরিলে নিরখে গুণ মানুষে যেমন,
কবিতা জীয়ন্তে দেখে চিনে নে সে জন
কবিতার ছেলে, নয়নের জলে
সদত ভাসিয়ে যায়,
জনম অন্তরে অমর সে নরে,
শুধু এ আশাটী তায়।
নয়নেতে জল, অধরেতে হাসি,
অপূর্ব্ব মিলন তায়,
শোকের সুখের বিমল মিলন,
কে দেখিবি চলে আয়
রোদেতে মাখান মেঘের ধারাটি,
যদিরে দেখিতে চাও,
নয়নের জলে হেসে ঢুলে ঢলে
কবিতার কোলে যাও।

।দ্য। (সজল নয়নে)

কবিতার নেশা মাতাল করিল,
বুঝি না পরাণ বাঁচে,

পায়ে ধরি প্রেম এনে দে আমায়,
কোথায় কবিতা আছে।

প্রেম। (হাসিতে হাসিতে)

মরম মাঝারে গরম আগুন
নরমো জ্বলিছে যার,
সে কভু জানে না, সে কভু চেনে না,
মেলে না কবিতে তার।

গদ্য। কেন ঘোম আসি আজ্ নয়নের বাড়ি,
অনাহুত অতিথি হইলি!
প্রাণের সুখের ধন সব নিয়ে কাড়ি
দাবানল হৃদয়ে জ্বালিলি!
কে জানে বিষের নদী সে তৃণের তলে,
পা দিলেই যাইব ডুবিয়া,
কাল ভুজঙ্গিনী থাকে কে জানে মৃণালে,
ধরিলেই দেবে সে দংশিয়া!
কাতরে কতরে কাঁদিব আর,
কেউ নি মুছাতে চোখের ধার।

প্রেম। (নাগরের চোখ মুছাইতে মুছাইতে)

বেদনা কেঁদনা, কি মনোবেদনা,
মিলাব নিখুত নাগরী,

বামে বসাইয়ে, হাসিয়ে হাসায়ে,
দেব সে কবিতা কুমারী।

গদ্য। আমি বসিব বনে, জ্বালা কব গহনে,
স্বপনে করিব খেলা তাহারি সনে।

প্রেম। সজীব স্বপনে যদি পারি মিলাইতে,
কিবা তবে মিলিবে আমার ?

গদ্য। যা আছে আমার দেবি সকলি তোমায়।

প্রেম। (মালা ধরিয়া)
মালা মলিন হল, যদি সাধ কর,
মম সঙ্গে চল, মালা গলে পর।

গদ্য। (মালাটী গলায় পরিয়া)
হিয়ার অমরাপুরী, কেবা নিল করে চুরী,
কোথা গেলে পাইব তাহায়,
রাগে না রঞ্জন করে, কি লয়ে বা প্রাণ ধরে
রব আর কাহার মায়ায়।
পায় ধরি চল প্রেম আছে সে যথায়।
(প্রেমের পা জড়াইয়া ধরা)

প্রেম। (সাগর পানে চাহিতে চাহিতে)
মানুষের খেলা, মানুষের লীলা,
এখানে আসিয়ে ফুরায়ে যায়,

সুখের হাসিটী, দুখের ধারাটী,
আসিয়ে এমনি চলিয়ে যায়

গন্ধ্য। নাহি কুল, নাহি স্থল, অথই অথই জল,
ঠিক যেন অভাগারি আকুল মরমতল !

প্রেম। (সাগরে নয়ন গলাইয়া)
দিক দেশ জুড়ে, জলের পাহাড়
গড়ায়ে গড়ায়ে যায়,
অথই অথির, অকুল কিনারা
জগত গিলিতে ধায়।

গন্ধ্য। তরল তরঙ্গ ভাসে নাচিয়ে নাচিয়ে,
মন আজ্ তবু কেন উঠিছে কাঁদিয়ে !

প্রেম। সঙ্কীর্ণ শীর্ণ মন এখানে আসিয়ে,
বিশদ বিশাল হয়ে যায়,
উঁচু প্রাণ নিচু করে, নিচুটি উঠিয়ে,
দিল্ খোলা শুধু করে দেয়।

(মরাল বাহিত পুষ্প তরীতে সাগরে সলিল বসনা
সলিলবালা বেশে উপদেবীগণ।)

সলিল বালা। মোরা অকুলেই রই,
কুল কলঙ্কিনী নই,
লাজের জিয়ান জলে আমরা না যাই,
প্রেমের ফটিক জলে ভাসিয়ে বেড়াই।

সকলে। কুলের জলেতে জাল ফেলে সব,
কেনলো জড়াব জালে,
টোপ গেঁথে কুলে বসে আছে সব,
ধরিবে লোভেতে ফেলে।
মধুর জলের মরাল আমরা,
কুলেতে কাদা যে মেলা,
সমল সলিলে, যাইনে আমরা,
গায়েতে ধরিবে মলা।

প্রেম। সমল সলিলে, সরোজি বিকাশে,
মধুতে কমল ভরা,
অকূল পাথারে লোনা লাগে গায়
কেমন ভাঁসিস্ তোরা।

সকলে। অকূলে ডুবিলে, মুকুতা মিলিবে,
কুলেতে গুগ্‌লি শুধু,
অকূলে ফুটিলে, অলি না আসিবে
নেবে না লুটিয়ে মধু।

প্রেম। (আঁঙুল দিয়া সলিলবালাগণকে দেখাইতে দেখাইতে)
সুনীল সলিল তুলে গা ঢাকিতে যায়,
ফুটে ফুটে কুচ দুটী তবু দেখা দেয়।

স, বা, গণ। (ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তি হইয়া তরণী পরে নাচিতে নাচিতে)

ঢেউয়ে হাসি, ঢেউ ভালবাসি,
কূলে ফুল ফোটে তাই কূলেতে আসি।

প্রেম। জঙ্গলে কাঁটার ডালে কাঠে ফোটে ফুল,
কাঁটা ফুটে, হুল ফুটে, ছিঁড়েদে দুকুল।

স, বা। যত অকূলে যাব, কূলে ফিরিয়ে চাব,
বিপদে পড়িলে তারে তুলিয়া নেব।

প্রেম। ধীরে ধীরে তোরা ভাসিস্ কূলে,
মন প্রাণ মম ভাসে অকূলে ;
নাগরে নাগাতে পারিলে কূলে,
ভরে দেব তরী মুকুলে ফুলে।

সকলে। (গদ্যের দিকে চাহিয়া)

বেলার বালিতে কেন হে বসিয়া,
বেলা যে বহিয়ে গেল,
ভাসাইবে বেলা, অবেলায় আজি
বসে কি ভাবিছ বল,
রতন আশায়, বসি কি বেলায়,
এস না তরণী পরে ?
অতলে ডুবিয়ে, অমূল রতনে,
দেব দুটি হাত ভরে।

প্রেম। (তরণীপরি সাগর বক্ষে ভাসিতে ভাসিতে আকাশ পানে চাহিয়া)

উপরে জলের ঢেউ আঁকিয়াছে মেঘে,
নিচেয় জলের ঢেউ খেলিতেছে বেগে।
আকাশের গায়, দুধের সরটী
মেঘ দে' কবিতা মাখে,
তাহার নিচেয় সরের স্তরটী
ধবল বকের ঝাঁকে।

স, বা। মাড়িয়ে জলের সর তরণীরা যায়,
বাতাসের সর মাথায় গায়,
সরের সরু স্তরটী মাথা জোছনায়,
চাঁদের সরটী ভাসিয়ে যায়।

চতুর্থ অঙ্ক।

বেলা ভূমি।

—ঃ০ঃ—

সময় গোধূলি।

বেলফুল। অত তাড়াতাড়ি পাখী কেনরে উড়িস্?

হল্‌দে পাখী। কবিতার বিয়ে, কেন পিছনে ডাকিস্।

ভাল করে আজ হলুদ মাখিয়ে

হল্‌দে হইয়ে যাই

কবিতার গায় হলুদ মাখায়ে

দেখিব নব জামাই।

ফুলকুল। শাদাসিদে রঙে শাদাসিদে মনে

আমরা যাবলো ভাই,

হল্‌দে পাখী। শাদাসিদে রঙ্ বেরঙা হইবে

দেখিলে নব জামাই।

ফুলকুল। (তাড়াতাড়ি ঢুলিয়া ঢুলিয়া বাতাসে জড়াজড়ি করিতে করিতে)

আতর মাখিয়ে পান চিবাইয়ে

বাতাসে পাচারি করে,

চললো সকলে মধুর হাসিয়ে
দেখিয়ে আসিগে বরে।

কল্পনা। (সুদূর হইতে সাগরে নয়ন গলাইয়া)
তরঙ্গ মাতোয়ারা,
করিয়ে দিশে হারা,
উল্লাসে গড়ায়ে আসে মেঘেতে মিশিয়ে,
কে যেন আসিছে তায় নাচিয়ে নাচিয়ে।

প্রকৃতি। (সবিস্ময়ে)
ফুল ছড়ায়ে ফুল ছুঁড়িয়া
কোর্‌চে ফুলে খেলা,
ফুল ফুটায়ে ফুল ছিঁড়িয়ে
ভোর্‌চে ফুলের ডালা।

হল্‌দে পাখী। (কল্পনার কাণের কাছে উড়িতে উড়িতে)
আসিতেছে বর, দিলাম খবর,
তাড়াতাড়ি সার কাজ, দেখ তার পর।

কল্পনা। (কবিতার মুখখানি ধরিয়া)
কেন সখি আর কাঁপাও হৃদি,
ওই যে সাগরে রতন নিধি!

প্রকৃতি। ছড়ানা মনে, চাহি শূন্য পানে,
চোখের ফুট্‌টি আর কেন বয়ানে।

পূর্ণিমা। আয়লো কবিতে হলুদ মাখায়ে
করিগে মোহন বেশ,
এল প্রাণধন মনের মতন
চল লো বান্ধিগে কেশ।

চিত্রা। আকাশের রাণী, তুমিও আপনি
হলুদ মাখিয়ে যাও,
সভাটী করিয়ে মিলিয়ে মিশিয়ে,
হলুদ মাখাতে দাও।

মেঘ রাগে গীতি গাহিয়া উঠিলা,
গগনে গরজি ঘন,
কবিতার পরে বিজলী জড়িত
সুধাকরে বরিষণ।
আপনিই চাঁদ হলুদ মাখালা,
নিজের জোছনা দিয়ে,
নিজে তরঙ্গিনী লহরী ঢালিযে
সেনান করালা গিয়ে,

—*-*—

ফুলকুল। (কল্পনার প্রতি)
নব রস বড় ভাল বাসে বালা,
নায়' লো নয়টী রসে,

কল্পনা। আতর তোদের দে'নালো ঢালিয়ে,
কেন ফুল কুল বসে।
(মধুর সহিত নবরস কবিতার মাথায় সিঞ্চন)

কাম শরাসন টানিয়া মদন,
রচিলা যুগল ভুরু,
আঁধার আনিয়া ঘসিয়া ঘসিয়া
কাজল পরালা সরু;
কল্পনা। চাঁদের চাহনী মাথারে মদন
ফুলের দোলন সনে,
কোকিলের গান, মদনেরি বাণ
হানে যেন যুবা জনে।

চন্দনের চাঁদ আাকলা চান্দ্রমা
নিজের মুখানি দেখে,
ফুল রেণু মেখে ননিয়া মুখানি
সাজালা মনের সুখে।
অধরে অমিয় রাখিলা বিজলী,
তারার টিপ্‌টী ভালে,
নিজের বরণ ছানিয়া বিজলী
রাঙিলা কপোলে গালে।

ফণিনী আসিয়ে   চাঁচর চিকুরে
বেণী বিনাইয়া দোলে,
মিটি মিটি তারা   ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া
বয়ান ঢাকিলা জালে।
ফুলদল দিয়া   কাঁচলি করিয়া
ঢাকিলা কোমল কুচ,
মৃণাল বলয়ে   শোভিল বালার
যুগল মৃণাল ভুজ,
নবীন পল্লব   পরিলা সজনী
অলির নুপুর পায়,
রুণু রুণু রুণু   গুনু গুনু গুনু,
গাহিয়া গাহিয়া যায়।

আকাশ। বিন্দু বিন্দু ইন্দু গুলি ছড়ান পড়িয়ে ছিল,
তাদিয়ে চাঁদিমা   মালাটী গাঁথিয়ে,
পরাতে পাঠায়ে দিল।
(কবিতার গলে তারাহার পরাইয়া দেওন।)

মেদিনী। সবুজ শ্যামা ঘাসের সাড়িটী আমার,
রাখিয়াছি এতদিন যতনে যতনে,
কটিতে করিতে আজ পরায়ে তোমার,
মিটাইব মন আশা জুড়ায়ে নয়নে।

(সাড়ি কবিতাকে পরাইয়া দেওন)

সাগর। প্রাণের তটিনী তব বড় আদরিণী,
পাঠায়েছে মল এই জল তরঙ্গিনী,

(মল কবিতার পায় পরাইয়া দেওন)

তড়াগী। সুনীল শেয়ালাময়ী সাড়িটী আমার,
কবিতে, এটিও তুমি পর একবার।

প্রকৃতি। গাওরে কোকিল, বাজাও অনিল
নাচ লো লহরী কুল,
সাজাও হে সভা ঋতুরাজ তুমি,
পাতিয়ে মুকুল ফুল।
ছড়াও হরিণী সুরভি তোমার,
ছড়াও পিযূষ শশী,
ধীরি ধীরি বহ মলয় সমীর
ধীরি ধীরি যাও ভাসি।

(কবিতার সুমুখে দাঁড়াইয়া)

স্বভাবের কাজ করি খাই বা না খাই,
আজ দেবী অবসর চাই,
যার যা বাসনা থাকে করুক সবাই,
যদি দেবী অনুমতি পাই।

কবিতা। যা ইচ্ছা তোমার কর
সুখী যদি বাস প্রাণে,
অনুমতি তরে সখি
কেন চেয়ে মম পানে।
(প্রকৃতির হাতে ধরিয়া)
অযত্নের ধন মোর পাদপ নিকর,
আবাল বৃদ্ধ বনিতা বিরাজিছে বনে,
দেখ যেন ব্যাথা কেহ দেয়না তাদের,
তাহারা আমার যেন খেলে, খুসি মনে।

প্রকৃতি। বিধির অর্জ্জিত গাছ গহনে সকল,
নিজে বিধি দেখেন যাদের.
শুখালে ঢালিয়ে দেন নিজ হাতে জল,
কি ভাবনা সজনী তাদের।

কবিতা। গানের কোকিলা মোর হইলে মাতাল,
দেখ যেন কেহ তারে তাড়াটী না করে,
বড় সোহাগিনী সই কুসুম আমার,
তাহাদের কেহ যেন মাড়ায়ে না মারে।
কাঁদিছে মেদিনী বসি সাগরের কুলে,
আদরে আনিতে তারে যেওনা কো ভুলে
উল্লাসিনী তটিনীরা আমোদে মাতিয়ে,
দেখ যেন সাগরেতে যায় না গুলিয়ে।

অগুরু গুলিলা তটিনীর গায়,
চন্দনের নদী বহিয়ে যায়,
মধু মাথাইলা মেদিনীর পরে
মধুর মলয়া মাতায়ে দেয়।
মকরন্দ দিলা আকাশে ছিটায়ে,
মরকত দিলা মহীতে বিছায়ে,
সরোজিনী দিলা সরসী ছাইয়ে,
তড়াগে মীণেরে দিলা খেলাইয়ে।

চিত্রা। নাচলো প্রকৃতি আজি উলঙ্গিনী বেশে,
সকলে খেলাক্ আজ মিলে মিশে হেসে।
খুলে দাও, সজনীলো শাসনের ফাঁস
কবিতার বিয়ে আজ উন্মাদ উল্লাস।

আকাশের চাঁদ উদিল ভূতলে,
নাচিল তটিনী আকাশে গিয়ে,
তমালের গায় রসাল মুকুলে,
কাড়িতে লাগিল অলির হিয়ে।
নাচিল মনিয়া ময়ূরী হইয়ে,
কুজিল প্যাচায় কোকিল স্বরে,
আকাশের তারা গাছেতে ফুটিয়ে
মধু বিনে অলি আকুল করে।

মুখতুলি জলদল চেঁচায়ে গরবে,
তীর ছাড়ি ছুটে এল মদ মাতেয়ারা।

কল্পনা। (প্রকৃতির দিকে চাহিয়া)
গাছেরা ঢলুক সব গহনা পরিয়ে
সাজাইয়ে দাও ভালি করে,

প্রকৃতি। গাছেতে গহনা পরে ফুল ধন দিয়ে,
সে গহনা মাখান আতরে।

কন্দর্প। ছিঁড়ে ফেলে ফল সব ছিরি ফল দাও,
সার বেন্ধে দিয়ে গাছে ঝুলাও ঝুলাও।

চিত্রা। (গাছের পাতায় লালরঙ্ মাখিতে মাখিতে)
হরিত পাতায় লোহিত মাখিব,
পাখীর পাখায় মাখিব লাল,
লাল ফল ডালে ঝুলাইয়া দিব,
তমালে বসাব রসাল ডাল।

প্রকৃতি। আকাশে অপক্ক হাতে মাখারে অমনি,
এলো মেলো এক পোঁচ ধুসর সজনি।

চিত্রা। বিষাদ বরণ কেনলো মাখিব,
লালে লাল আজ করিয়ে দেব,
ছায়ে রঙ্ যত মুছিয়ে ফেলিব,
এমন দিন কি আবার পাব।

কল্পনা। মাথায়ে রঙ্ ভাল করে সখি,
দেতোরে মাথায়ে রঙ্ গাছের পাতায়।

লাল নদী চলে লাল মাটী বয়ে,
লাল বনে ফোটে লোহিত ফুল,
লাল রাম ধনু আঁকিলা আকাশে
লাল চাঁদে ঘেরে তারকা কুল।

বাতাসে আঙুল দিয়ে যেই ঠো'না দিল,
অমনি সবুজ কলি ফাটিয়া পড়িল,
ভাসিল তাহ'তে ফুল জোছনা বরণী।
সারি সারি শুধু ফেলে তারার চাহনী।

প্রকৃতি। (ফুলের দিকে চাহিয়া)
জড় শড় হ'য়ে আজ থেক না দাঁড়ায়ে,
ঢলে ঢলে কথা কও হাসিয়ে হাসিয়ে।

গীতি। উড়ে যেতে জানে গান ডানা নেই তার,
ঘুরিয়ে বেড়াক আজ সুমুখে সবার।

কাকলি লহরীবৎ নহবত এসে,
মজায়ে ছিটায়ে দিল আকাশ প্রদেশে।

রসায়ে রসন চৌকি কেঁপে কেঁপে গেল,
মিশায়ে সমীর তাহা মুছে মুছে নিল।
সুরের আবেশ গুলি জোছনায় মিশি,
ফুলের সুবাস সনে, ফুর ফুরে সমিরণে,
কভু লহরীর সনে নেচে নেচে যায়,
কভু বা মিশায়ে যায় গাছের পাতায়।
ঝাঁকে ঝাঁকে থাকে থাকে বহিল লহরী,
থরে থরে ঢেউগুলি মরি কি মাধুরী।
কাণে কাণে জল টাপু টুপু বুক,
ভেসে ভেসে ঢেউ এসে,
মুখটী তুলিয়ে চুমিয়ে চুমিয়ে
চলে গেল ভেসে ভেসে।

কল্পনা। রজনী বায়না নেবে আমোদের,
দিবস বায়না লইবে শ্রমের,
বায়না লইয়ে বায়না করিলে
পাইবে সে জন টের।

পূর্ণিমা। যামিনী যদি না পারে কুলাইতে,
দিবস করিব যামিনী,
আমোদে মাতিব হাবু ডুবু খাব,
দেখিবে জগত মাতুনী।

বেলা গড়াইয়ে গেল দেখা দিল চাঁদ,
মৃদু মৃদু বিভা রাশি ফুটিল তাহায়,
পাশেতে পড়িয়া ছিল পূর্ণিমার থাল,
ধীরে ধীরে ছোট হ'য়ে উঠিল মাথায়!
আইল শর্ব্বরী দেখি সাজিল যুবতী,
কালো জলে কুমুদিনী টুক্ টুকে সতী।

কবিতা। শাদা শাদা জোছনারা যেখানে সেখানে,
পড়িয়া পড়িয়া শুধু গড়াগড়ি যায়।
তাহারা আজ্‌কে যেন সমাদর পায়।

ভাঙ্গিয়া পড়িল দিন পশ্চিমের ঘাড়ে,
কবিতার বিয়ে তাই শশাঙ্ক সকালে,
জোছনায় পৃথিবীটে ধুয়ে করে ছাপ,
যেখানে ময়লা ছিল,
জোছনায় ধুয়ে দিল,
আলো আলো মেখে গেল অখিল ভুবন

প্রকৃতি। (জ্যোৎস্নাময়ী রজনীর দিকে চাহিয়া)
নবীন যৌবনা, রূপসী ললনা,
পূর্ণিমার নিশি মোর,
আটারো বছুরে বালারে আজ্‌কে
হইতে দেবনা ভোর।

(চাঁদের দিকে চাহিয়া)

বর্ষার মলিন শশী মোলাম যেমন,

মধু ঢালে মোহন গহনে,

তেমনি মোলামে শশী হাসলো এখানে।

কল্পনা। (আঙুল তুলিয়া) ·

বিরহিনী যদি কেহ থাক এ ভুবনে,

কাঁদিও না এমন সময়,

শোকাতুরা মণিহারা আছ যে যেখানে,

হা হতাশ ঢেলনা কোথায়।

আকাশে সুনীল সাটিন পাতিলা,

শ্যাম মখমল মাটিতে দিল,

ঢেউর উপরে ধোয়ান চাদর,

বিবাহের তরে বিছায়ে দিল।

(পুষ্প তরণীতে ভাসিতে ভাসিতে বর ও বর যাত্রীগণের প্রবেশ।)

পূর্ণিমা। (আঙুল দিয়া দেখাইতে দেখাইতে)

এল এল ওই, এললো নাগর,

একিলো সজনী হেরি !

সাগরের বুকে, নাচিয়ে নাচিয়ে

আসিছে কেমন করি।

লহরীর পরে ফুলের তরণী,
মরালে টানিয়ে যায়।
একি একি বর, ঝাকড় মাকড়,
একিলো ঘটিল দায়,
হরি হরি হরি কবিতা সুন্দরী
বরটী পেলিলো ভাল,
ভ্রুকুটি ভঙ্গিমা, ললাটে কালিমা,
বসিয়ে গিয়েছে গাল।
কি চিন্তার দাগ মেখেছে কপালে,
কুটিল যেনরে মন,
কোঠর হইতে ছুঁড়িছে চাহনী,
রাঙা রাঙা দুনয়ন।
সাবাস্ লো প্রেম বাছিয়া বাছিয়া,
জামাই জুটালি ভাল,
কবিতা কুমারী সুন্দরী অপ্সরী,
নাগর নিখুঁত কালো।

সারি সারি সারি দুধারি দুধারি,
নমিল বনের ফুল,
দুধারে পাদপ ঢুলে ঢুলে দিল,
আবাহন সমতুল।

এল এল ওই এল ঋতু কুল,
এল ঋতুরাজ ফুটায়ে ফুল,
ঋতুবতী ধরা, ফল ফুল ভরা,
প্রকৃতি পরিলা ফুলের দুল।
আইলা শরৎ চাঁদিমা পরিয়া,
মধু ছড়াইয়া মহীর গায়,
মধু মধু ময় সকল ভুবন
মধুর তুফান বহিয়া যায়।
নিহার লইয়ে হেমন্ত হিমানী,
হিমের নলকে নাদিলা গায়,
বরষা দুখিনী দামিনীরে নিয়ে,
কাঁদিয়ে ধারায় ভাসিয়ে যায়।
আইল নিদাঘ নিঠুর যুবক
রাগিয়া রাঙিমা কপোল তার,
ঘামিয়া ঘামিয়া কোমর বান্ধিয়া,
দহিয়া দুনিয়া করিলা ক্ষার।
কম্বল গায় কনকনে শীত,
কাঁপিয়া কাঁপিয়া সভায় যায়,
লাঠি হাতে বুড় গলা নড় বড়
শীতে জড় সড় যে দিকে চায়।

বিহঙ্গকুল। (উড়িতে উড়িতে)

দেহটী ডানায় তুলে উড়িয়ে বেড়াই,
আয়াসে পাখাটী নেড়ে বাতাস বিলাই,
(উড়িতে উড়িতে ডানা দিয়া সকলকে বা .াস
করিয়া যাওন)

প্রকৃতি। ওখানে ওখানে পাখী করগে বাতাস,
নিদাঘ বলিষ্ঠ বড় করে হাঁশ ফাঁশ।

নিদাঘ। পবনের পশলায় ভিজায়েনি গা,
রোদের কুয়শায় যে হয়েছি ঝল্‌সা।

বরষা। নীল জলে ভাস, হওরে উদাসী,
মধুময় মহী কিবা শোভিল নয়নে '
মুছে ফেলি ধারা আজ্ হাসির সদনে।

আকাশের কোণ হ'তে আইল চাতকরে,
কালো মেঘ হ'তে ধারা,
কুসুমের বুক হ'তে মাতাল ভ্রমররে,
গগন তেয়াগী তারা।
আঁধারের কোল হ'তে আইল রজনীরে
পরিয়া কপালে চাঁদ,
সমীর তেয়াগী সুরভি সজনীরে
আইলা পাতিতে ফাঁদ।

ফুর্ ফুর্ ফুর্ আইল চকোর
চকোরী চাঁদিমা নিয়ে,
নদী পরিহরি নাচিয়া লহরী,
আইল দেখিতে বিয়ে।

হরিণ তেয়াগী আইল হরিণী,
চামরী তেয়াগী দল,
তটিনী তেয়াগী এল মৃণালিনী,
কুমুদিনী ত্যজি জল।

এড়ি নিধুবন এল রাগ গণ
ছ' ছটী রাগিণী ঘিরি,
ডগ মগ রাগে রাগিণী ছাড়িয়ে
ভাসা'ল কবিতা পুরী।

এল শুক শারি ময়ুর ময়ুরী,
এল পিক রাজ চড়িয়া শাখে,
পাতা ঢাকা ফুল গোলাপ বকুল,
কিশলয়ে বসি আইল ঝাঁকে।

জোনাকের ঝাড় জ্বলিয়া আইল,
ফেলিয়া গাছের গা,
শ্যামল শস্য হেলিয়া আইল
মাটীতে পড়েনা পা।

নবীন প্রবীণ আইল বিটপী
পল্লব পোষাক গায়,
মালতী রূপসী, নবীন সন্ন্যাসি
বটের জট মাথায়।

আইল রসাল, লালে লালে লাল,
রসের পিয়ালা ভরি,
চ্যুত মুকুল ফুটাইল হুল,
উহু মরি মরি মরি।

প্রকৃতি। (চাঁদের পানে চাহিয়া)

বিদ্যার নখে লোটাইয়ে চাঁদ,
কলঙ্ক মেখেছে গায়,
কবিতার পায় দেখ গড়াইয়ে,
যদি সে কলঙ্ক যায়।

চিরদিন তুমি সুধার ভাঁড়টী
বুকে বুকে করি শশী,
ভেঙ্গে ফেল ভাঁড় আজ্‌কে তোমার
ঘুচিবে কলঙ্ক রাশি।

(চাঁদিমার সুধা ঢালিয়া দেওন)

কুসুমের কলি নাড়িয়া আঙুলি,
প্রকৃতি বরিলা বর,
চোখ চোখি হয়ে বামে বসাইয়ে,
বান্ধিলা দুয়ের কর।

চারিদিকে ফুলকুল ঘিরিয়া দাঁড়াল,
মাঝে মাঝে চপলারা চম্‌কায়ে দিল।
উঁকি দিল অন্তরীপ সাগরের কোলে,
দুলে দুলে ঢেউ গুলি দেখে মুখ তুলে।
পাহাড় দাঁড়ায়ে দেখে মাথাটী তুলিয়ে,
ফুলের ফুল্‌কী গুলি উঁকি ঝুকি দিয়ে।
প্রজাপতি চেয়ে র'ল চোখ ঘুরাইয়ে,
মিটির মিটির যায় জোনাক চাহিয়ে।

সলিল শয্যায় শুয়ে, ফুল গুলি হাসাইয়ে
দ্বীপেরা দেখিল,
ডুবিয়ে পয়োধি পয়ে প্রবাল শীর্ণকায়ে,
চাহিয়া পড়িল।

পূর্ণিমা। (প্রেমের দিকে চাহিয়া)
ভাল করে প্রেম বান্ধিস্ যেনলো
যায় না কখনো খুলে,
প্রাণের সজনী কবিতারে যেন,
প্রাণে প্রাণে রাখে তুলে।

প্রেম। অনেক আয়াসে মিলেছে নাগর,
বলিতে হবে না তোর,
এমন বান্ধনে বাঁধিব দুকর,
যাবে না করিলে জোর।

(গীতির গীত।)

রাগিণী—সাহানা—দাদ্‌রা।

প্রাণে প্রেমে জড়াইলে সে প্রাণ কি কেউ খুল্‌তে পারে।
টানাটানি যত করে তত সে জড়ায়ে ধরে।
প্রেমের বাঁধন প্রাণে প্রাণে, বাহিরে তা কেই বা জানে,
মরমে মরমে টেনে, কেউ যে তারে খুল্‌তে নারে।

প্রেম। (মৃণাল সূত্রে বরকন্যার হাত বাঁধিতে বাঁধিতে)
যে প্রেমে খেলে মেঘ বিজলীর সাথে লো,
সে প্রেমে বান্ধি আমি তোদের দুজনে লো,

যে প্রেমে বান্ধা চাঁদ কুমুদিনী সনে লো,
সে প্রেমে বান্ধি আমি তোদের ছুজনে লো।
যে প্রেম ভানুমণ্ডলে, বান্ধে পদ্মে ধরাতলে,
যে প্রেমে, ফুটিলে কলি, অমনি জুটায় অলি,
যে প্রেমে শিখিনী নাচে হেরি পয়োধর।
যে প্রেম অধর সনে, করে হাসি প্রাণপণে,
যে প্রেমে নয়ন ছোটে, রূপ-পদ্ম যথা ফোটে,
যে প্রেমে জড়ায়ে গ্রহ ঘোরে দিগন্তর।
যে প্রেমে পর্ব্বত করে আকাশ চুম্বন,
যে প্রেমে সমীর করে তরু আলিঙ্গন,
যে প্রেমে লহরী ধায় যথায় সাগর,
সে প্রেমে আমিও মালা বদলিনু তোর।

(কল্পনার গীত।)

সোহাগ লতিকা আমার জড়াল তমালে।
কি যেন মায়ার ছায়া প্রাণের মাঝে খেলে।
মরি কি মধুর তান, মাথায়ে দিতেছে প্রাণ,
প্রাণের মুখে গাওয়ায় গান, যাইবা বুঝি গলে।

মধুমাস, মধুচাঁদ, মধুর রজনী,
মধুর পিরিতি চোখে পাইল ছুজন,
বরষার পল্লবিত পুলিন মতন,
টাপুটুপু হ'ল প্রেমে ছুজনার মন।

(কমলোপরি বীণাহস্তে বীণাপাণির আভাময়ী মূর্ত্তিতে অন্তরীক্ষে আবির্ভাব ও চন্দ্রমণ্ডলের চতুর্দ্দিক হইতে এলো থেলো অপ্সরী ও কিন্নরীগণের গাইতে গাইতে চাঁদের কিরণজালের মালা জড়াইতে জড়াইতে ক্রমশঃ অবতরণ।)

গীত।

রাগিণী বাহার মিশ্র—আড় খেম্‌টা।

উড় প্রাণ পুরলো প্রেমে কওনা কথা বয়ান তুলে।
এখন প্রাণে প্রাণে কইবে কথা লুকায়ে মুকুলে ফুলে।
পিপাসী পরাণ পুরে, মেঘে বারি দেবে ঢেলে,
আর কি কবিতে ভূলে চাইবে নয়ন খুলে।

———

বীণা পাণি। (শূন্য হইতে বীণায় কম্পিত স্বরে)
ছায়াময়ি, লহ এই আশিষ্ আমার,
প্রতিভা পৃথিবী পূরে হউক প্রচার।

অ, কি, গণ। (সমস্বরে)
ছায়াময়ি, লহ এই আশিষ্ আমার,
প্রতিভা পৃথিবী পুরে হউক প্রচার।

(বর ও কন্যা যোড়হস্তে প্রণত মস্তকে দণ্ডায়মান, ও বীণাপাণির আকাশে মিশিয়া যাওন।)

অ, কি, গণ। (চন্দ্র কিরণের মালা হাতে ধরিয়া উড়িতে

উড়িতে শূন্য হইতে)
যে মালা তটিনী পরে,
যে মালা তরুর তরে,
চেনে না নরে,

যে মালা চাঁদের গলে,
আকাশের বুকে দোলে,
তোমারি তরে।

(সুরে)
মোলাম মলিন, মধুর মোহন,
এ মালা পরা'ব কার গলে।
মানুষে জানে না, মানুষে চেনে না,
এ মালা ফেলায় তারা ঠেলে।

(উড়িতে উড়িতে মুখ বাড়াইয়া কবিতার মুখচুম্বন, ও মালা গলায় পরাইয়া পুনঃ গাইতে গাইতে আকাশে উত্থান।)

গীত।

রাগিণী ঝিঁঝিট—খেম্‌টা।

কেন প্রাণ আসে উড়ে কেন এত ভালবাসি।
কবিতা কি গুণ জানে রে, তাইতে তারে দেখ্‌তে আসি।
পলকে নূতন হেরি, মন প্রাণ করে চুরি,
ভাঙ্গা প্রাণ যোড়া দে'দেয়, পরায় প্রাণে মধুর হাসি।

(তারা ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া দম্পতীর মস্তকোপরি ছড়াইতে ছড়াইতে অ, কি, গণের জোছনায় হারাইয়া যাওন।)

কল্পনা। (বরের দিকে চাহিয়া)

কবিতা কোমল বড়, ছুঁতে হয় জড় সড়,
লাজবতী লতা সে আমার।
অতি সাবধানে বর, চোখ্ দিও তার পর,
যে কঠিন চেহারা তোমার!

পূর্ণিমা। সুনীল পোষাকে শুধু মুখখানি বা'র,
পাপড়ি কাটিয়া ফুল ফুটেছে কেমন
চেও না কঠিন চোখে ফুটিবে না আর,
শুব না নয়ন দিয়ে ও ফুলে অমন।

কল্পনা। কোমল নয়নে হবে কোমল চাহনী,
ফাঁকা ফাঁকা চাহিবে যখন,
ফুলপানে চোখ্ দিতে শিখিবে তখনি,
কবিতায় চাহিও তখন।

প্রকৃতি। (বরের হাতটী ধরিয়া)
বাতাসে ফুলের গায় যে হাত বুলায়,
সে হাতটী থাকে যদি ছুঁয় কবিতায়।

চিত্রা। (বরের মুখখানি ধরিয়া)
উষার জুড়ান গাটী থাকিলে তোমায়,
সে গায়ে মিশাতে পার বাধানাই তায়।

প্রকৃতি। যে কোলে সাগর, গেলে প্রবাহিণী,
আদরে তুলিয়ে নেয়।
সেই কোল যদি, থাকে হে তোমার,
বসাও কবিতা তায়।

পূর্ণিমা। বুকের অমিয় ভাণ্ড গেল যে শুথায়ে,
কেন বর ওদিকে তাকায়ে—

গদ্য। (কবিতার হাতখানি ধরিয়া)
কুচি কুচি চাঁদ, চাঁদের দুপাশে,
পুরণ চাঁদের পাশে,
হৃদয়ের চাঁদ তুমিই কবিতে,
এসেছি তোমারি আশে।
নয়নের কোণে উদয় হইয়ে
উদাস করিলে প্রাণ।
মরমের কোণে এসলো কবিতে
জুড়াই জ্বালার প্রাণ।

কবিতা। (সকাতরে গদ্যের প্রতি।)
তোমারি কারণে, এ বনে ও বনে
কেঁদেছে আমার ফুল।
ফুলের সে ব্যাথা, পরাণে পশিয়ে
করেছে মোরে আকুল।

তোমারি কারণে, গুন গুন স্বনে,
ঘুরেছে ভ্রমর কুল।
না পেয়ে কাঁদিয়ে এসেছে ফিরিয়ে
জোটেনি নবমুকুল।
অধরে ফুরায়ে গেছে হাঁসি খুসী,
কাঁদিয়া তোমারি তরে।
মনসাধ যত, নিবিয়াছে মনে,
শুধু আছি প্রাণ ধরে।
তোমারে ডাকিয়া বিপিনে বসিয়া
ভেসেছি নয়ন জলে,
যদি প্রাণসখা, দিলে আজ দেখা,
রাখ দুটী পদতলে।

(কবিতার জানু পাতিয়া গদ্যের পা দুটি ধরাও গদ্য কর্ত্তৃক প্রেমালিঙ্গন।)

গদ্য। কি যেন পরাণে আজ্ প্রবেশ করিল রে,
শুক্‌নো হৃদয়ে।
কবিতে কি মায়া জানে কেই বা শিখাল রে,
কেড়ে নিতে হিয়ে !
বুকের ভিতরে রাখিলে তোমায়,
পাছে হাড় ফোটে গায়।

প্রাণের ভিতরে রাখিলে তোমায়,
মলা যদি ধরে গায়!
উঠ উঠ তবে মরমেতে রাখি,
মরমের ধন তুমি।
আজি হ'তে প্রাণ তোমারি আসন,
তোমারি করিতে আমি।

প্রেম। (নাগরকে দেখাইতে দেখাইতে)
মেদিনীর মহারাণী, প্রকৃতি সুন্দরী ইনি,
প্রণাম করহ এঁর পায়।
আকাশের অধিশ্বরী, ইনি সুধাংশু সুন্দরী
আড় চোখে চেওনা ইহায়।
ইহারি উল্‌টো পিঠ আকাশে উদয়,
সদর পিঠটী শুধু পাই কবিতায়।
গদ্য। মৌনবতী ম্লানমতী,
কেওই আসিছে সতি?
প্রেম। কল্পনা সুন্দরী এই আসেন এখন,
মনের ভাণ্ডারে ইনি সুকান রতন,
মনের তটিনী পরে, নাচেন লহরী ভরে,
মরের মনের চোখে সোণার ছবিটী,
এঁকে এঁকে করে দেন খাঁটি।

(ফুলকুলের দিকে তাকাইতে তাকাইতে নলিনীর দিকে চাহিয়া)

বড় সোহাগিনী ইনি, কুসুম কুলের রাণী,
সদার'ন মাথিয়া আতর।
তপনের প্রণয়িণী, কবিতার আদরিণী,
কত দেখ' দেবেন আদর।
গরম নাগর পেয়ে, গরিমে রাঙিমা হয়ে
সদা র'ন সলিলে ডুবিয়ে।
তপনের চলিয়ে যায়, অমনি ইনিও তায়,
চোখ্ বুজে পড়েন ঘুমায়ে।

(ঢুলু ঢুলু মল্লিকার দিকে চাহিয়া)

চৈত্রের চিকণ ফুল, ইনিই মল্লিকা ফুল,
পচাবাস পরেন না কভু।
মায়ের আদুরে মেয়ে, সোহাগে যান গলিয়ে,
শুখালেও সুবাসে না কাবু।

(সরমের বকুলের দিকে চাহিয়া)

নাগর ইনি বকুল, মজান মানুষকুল,
বৈশাখের বিমলা সুন্দরী।
গাঁথিতে চিকণ হার, ইহারি বড় বাহার,
মিঠি বাসে মন নেন হরি।

পঞ্চম অঙ্ক।

পর্ব্বত কন্দর।

ফুল্ল রজনী।

(বিকশিত কুসুম কুঞ্জে চন্দ্রালোকে কবিতা ও নাগর ফুল-শয্যায় উপবিষ্ট, চতুর্দ্দিকে সলিলবালা, বনবালা, উপদেবী ও অপ্সরী কিন্নরীগণ, প্রকৃতি, পূর্ণিমা ইত্যাদি।)

হীরা জহরত মণি মরকত,
পরালা নাগর গায়,
কুসুম ভূষণা সাজিলা কবিতা
কুসুমে কুসুম কায়।
হীরে চুণি মণি কঠিন গলায়,
কোমল গলা যে কাটিয়া যায়,
হীরে চুণি মণি ত্যজিয়ে সজনী,
কুসুমের হার পরিলা তায়।

কবিতা। (নাগরের দিকে চাহিয়া মৃদুস্বরে)

জগতে দুখিনী কাহারো চেনেনা,
কাহারো জানেনা তোমারে বই,
তুমিই আমার হৃদয়ের ধন,
তোমারি হৃদয়ে সদত রই,
তুমিই আমার চাঁদিমার হাসি,
তুমিই আমার ফুলের বুক,
হৃদয় সাগরে তুমিই লহরী,
তুমিই আমার পাখীর মুখ।

গদ্য। থির সৌদামিনী, তুমি বিনোদিনী,
অমিয় ছিটাও জগত পরে,
কুসুম ত্যাজিয়া বিহগে ভুলিয়া
ভাসিবে কি আজ্ দুখীর তরে।
কে ফুল ফুটাবে, কে অলি জুটাবে,
কে প্রেম মাখাবে পাপীর হিয়ে,
পাখীর পাখায় কে রঙ্ মাখাবে,
চাঁদেরে হাসাবে জোছনা দিয়ে।

কবিতা। হৃদয় রতন তুমি প্রাণধন,
দুখিনী খেলিবে তোমারি বুকে,
লহরী নাচাব, পাখীরে গাওয়াব,
নিকুঞ্জ সাজাব তোমাতে সুখে।

তুলে ফুল ভার, গেঁথে তারা হার,
সাজাব দোলাব মোহন গলে,
কঠিন মরম নরম করিব,
তব হৃদে বসি প্রেমের জলে।

গদ্য। নিপট নিডর কুরূপ কাঙ্গাল,
কেলেশে সতত জ্বলি,
ও নব যৌবন কাঙ্গালে সঁপিয়া
কেমনে করিবে কালী!

কবিতা। কবিতা দুখিনী চির কাঙ্গালিনী,
সতত কালিমা মাখা,
রূপের বাজার রূপের পশার,
জানে না সে প্রাণসখা।

গদ্য। এস তবে প্রিয়ে, প্রাণের ভিতর,
ভাসিয়ে প্রেমেরি ভরে,
আজি হ'তে তুমি জোছনা ঝরাবে,
আঁধার মরম পুরে।

(কবিতাকে তুলিয়া ক্রোড় দেশে স্থাপন)

প্রেম। (গদ্যের দিকে চাহিয়া)

বড় বেরসিক তুমি হে নাগর,
বিবাহ দিলাম আমি,

চুপি চুপি চুপি সখীরে শিখায়ে,
লইতে এসেছ তুমি।

কল্পনা। পরে কি পরে চিন্‌তে পারে,
আপন হৃদে লো চিনিয়ে নেয়,
নাগর পাইয়ে প্রাণের সজনী,
আমাদের বুঝি ভুলিয়ে যায়।

কবিতা। নয়ন মুদিলে তুমিই কল্পনে,
নিরজন দেশে তুমি,
মনের মাঝারে তুমিই সজনী,
ভুলিতে কি পারি আমি!

(গীতির গাইতে গাইতে প্রবেশ)

গীত।

রাগিণী—সুরট ঝংলা—দাদ্‌রা।

নিয়ে প্রেমিক বরে, প্রেমের ভরে, প্রেম পাথারে যাব।
প্রেমের ঘোলায়, প্রেমের কাদায়, প্রেমে আছাড় খাব।
(মোদের) প্রেমের তরী, প্রেম কাণ্ডারী, প্রেম বাতাসে বা'ব
(না হয়), অকুল পারে, প্রেম জোয়ারে, হাবু ডুবু খাব।

গীতি। হাস হাস শশী, হাস প্রাণ ভরে,
নেচে নেচে হাস কামিনী ফুল,
অধরেতে হাসি অবনীতে হাসি,
আকাশে হাসিয়ে ভাসাও কুল,
হাস হাস তারা, হাস ফল ফুল,
হাসিয়ে জগত ভাসিয়ে যাও।
নাগরের কোলে কবিতা কুমারী,
বিমল হাসিতে দেখিয়া নাও।

প্রকৃতি। নাচলো লহরী নাচ প্রাণ ভরি,
নেচেরে বাতাস বাজায়ে যা,
ডানা নেড়ে নাচ্, চাতক বিহগ,
আকাশে ঢালিয়ে সোনার গা,
নাচ নাচ অলি, নুপুর বাজায়ে,
আঙুল তুলিয়ে নাচলো ফুল,
নাচ্‌রে মলয়া আঁচল নাড়িয়ে,
ঢুলে ঢুলে নাচ লহরী কুল।
নাচ তারা চয় বাঁকা চাহনীতে,
গেয়ে নাচ পিক বধূ,
ময়ূর ময়ূরী কেঁপে কেঁপে নাচ
কবিতা পাইল বঁধু।

পূর্ণিমা। মাতাল পবন, মাতাল মদন,
ঢুলু ঢুলু আঁখি ঢুলিয়ে যায়।
মাতাল ভ্রমরা সবি মাতোয়ারা
নাগর পড়িছে নাগরী গায়।
পিয় পিয় সুধা, পিয়ালা পুরিয়া,
জগত জুড়িয়ে মাতাব আজ,
মাতুক ঋতুরা রাগরাগিনীরা
মাতো ফুলশর মাতরে আজ।

প্রেম। বরষা তেয়াগী, নয়নেরি ধারা
বরষ কুসুম আজ,
বরষি হিমানী মুকুতার ধারা
কর কুমারীর সাজ,
বরষ বাতাস সুবাস বাসরে,
বরষ চাঁদিমা সুধা,
ঝরাও ঝরাও অমিয় তোমার
নিবাও মনের ক্ষুধা।

চিত্রা। ঝররে ঝরণা ঝর ঝর ঝর
ছিটাও ছিটাও গোলাব জল,
ঝরাও রজনী আতর আসরে,
বাসরে ছড়ায়ে মুকুতা ফল।

বিহগের গলে সুধার ঝরণা,
ফুলে ফুলে ঝরে মধু,
নাগরী অধরে অমিয় ঝরিছে,
নাগর অধরে সিধু।



(নিদ্রা ও রজনীর প্রবেশ।)

নিদ্রা। কঠিন চেহারাটীরে মোলাম করিয়ে,
খেলি আমি নয়নেরি কোণে,
প্রাণের বিভিষিকাটী বয়ানে মাথায়ে,
হাসাই কাঁদাই কতজনে।

গরভে শিশুরে রাখি ঘুমাইয়ে,
ঘাটের বাছাটী মোর,
বয়সের ভরে বিনত বুড়রে,
সদাদি' ঘোমের ঘোর।

নিশিতে পাখিরে ঘুমাই কোঠরে,
ঘুমাই বনের ফুল,
উষার আকাশে শশীরে ঘুমায়ে,
ঘুমায়ে দি তারা কুল,
পরাণ তাপিতে বিরাম বিলাতে
ঢেলে দি ঘোমের ভার,

জীর্ণো জরার যাতনা নিবাতে
ঘোম পাড়ায়ে দি তার,
সলিল উপরে নলিনীরে আমি
ঘুমাই সাঁজের বেলা,
মানুষের মনে ঘুমায়ে কবিতে
করিতে দেই না খেলা।

রজনী। আকোটা কুঁড়িটী নিয়ে, নিহারের ফোঁটা দিয়ে,
খেলি আমি একাকিনী আঁধারে লুকায়ে,
চাঁদের জোছনা দিয়ে, পবিত্র করিয়ে হিয়ে,
যেখানে সেখানে আমি পড়িলো গড়ায়ে.
কবিতার চাকরাণী, আমি বুড়ী নিশিথিনী,
আকাশের মণি সদা মম পাহারায়,
কে চায় কোমল মণি, তোর নয়নেরি মণি,
কত শত মণি মোর গড়াগড়ি যায়।
মানুষ যেখানে যায় দলিত করিয়ে যায়,
রাখি আমি তোমাজে তাদের,
কুমুদিরে কোলে নিয়ে, তটিনীরে নাচাইয়ে,
চকোরিরে সুধাদি চাঁদের।
আমোদ প্রমোদ রাশি, মদনে সদত ভাসি,
গানে গানে ফুল্লমনে পোহাই পরাণ,
জোড়া জোড়া ভালবাসি জড়ান জড়ান।

নীরব নিথর মহী, একেলাটী আমি রহি,
প্রদীপ জ্বলিলে পরি সিঁথায় সিঁদুর,
নয়নে সয়না সই কিরণ ভানুর।
সুধাংশু মণ্ডলে পশি, মাথিলো চাঁদের হাসি,
হেথা চাঁদ আসিয়াছে দেখিবারে বিয়ে,
আমিও দেখিতে তাই আসিয়াছি ধেয়ে।
চাঁদমুখে চুম খেয়ে, চাঁদের সাথে কথা কয়ে,
ঊষায় ঘুমায়ে পড়ি চাঁদেরে লইয়ে,
আসিতে দেব না দিন বাসরে বসিয়ে।

প্রকৃতি। কবিতা নিশিতে নীলমণি নভে
দিবসে কবিতা বিকাশিনী ভবে।

নিদ্রা। বেশ হাওয়াটী বেশ উড়ায়ে,
আবেশে দেয় চোথ বুজায়ে!

রজনী। (নিদ্রার দিকে চাহিয়া)
কেন উঁকি ঝুকি ঘোম পাড়িছ হেথায়,
আজকে এথানে কেউ চায় না তোমায়।

পূর্ণিমা। পুথি হাতে করে শিশু বসিয়ে যথায়,
যা ঘোম তাহার চোখে, হেথা আজ নয়।

প্রকৃতি। বিজনে একটী মনে মালা জপে যারা,
যা ঘোম তাদের চাক্ নয়নেরি তারা।

কল্পনা। হারায়ে প্রাণের মণি গড়াগড়ি যায়,
যা ঘোম মুছা'গে তার ধারা এ সময়।

প্রেম। পুরায়ে মদনোৎসব অবসন্ন কায়,
লাজের চারিটী আঁখি ঢাক্‌গে তথায়।

নিদ্রা। লাজের অযুত আঁখি চারিটী তো নয়,
অগাধ ঘোমেও তারা চোখ চোখি রয়।

প্রকৃতি। (রজনীর সহিত গলাগলি যাইতে যাইতে)
রাঙ্গা রজনীরে আজ্ দেব না পোহাতে রে
দেব না পোহাতে।
বড় ভালবাসে সখী আমোদে মাতিতে রে,
আমোদে মাতিতে।

ঋতুকুল। আমোদ কুমারী রজনী মোদের,
গানে গানে চায় কাটাতে প্রাণ।
সুখের গানেতে, আমোদেতে মেতে,
নে'যেতে দেব না চাঁদিমা খান।

প্রকৃতি। (মেঘের দিকে চাহিয়া)
আসিবে তপন যেই, ঢাকিস্ অমনি,
যেতে যেন না পারে রজনী—
(ঋতুকুলের দিকে চাহিয়া)
আজিকার নিশি, শুধু বসন্তের,
নাই কারো অধিকার।

যাও ঋতুকুল যাও যে যেখানে,
চাইনে আজ্‌কে আর।
যাও যাও শীত, তপন কিরণে,
এখন এখানে নয়।
কে বল কাঁপিবে, আগুন পোহাবে,
বাসরেতে এ সময়।

শীত (কাঁপিতে কাঁপিতে)
রূপ গেছে, গুণ গেছে,
সকলি ফেলায়ে গেছে,
নিয়ে আছি শুধু আশির্ব্বাদ,
করে মরে যাব যাই পুরাইয়ে সাধ।

কল্পনা। শীতের নিশিতে তারা তুষার টুক্‌রা,
আকাশেতে ফুটে ফুটে রয়,
বৃথায় শশীর হাসি একা ভেসে যায়,
দেখিবে না কেউ এ ধরায়।

প্রকৃতি। যাও হে নিদাঘ, সাগরের তলে,
বসগে আঁধারে সেথা।
কেবল আমারে জ্বালাবে পোড়াবে,
কাজ নেই তব হেথা।
যাওলো বরষা মরুভু মাঝারে;
কে তোরে অভাগি চায়।

সুখের সময় চোখের জলেতে
কেন বা ভাসিবি হায় !

কল্পনা। কবিতা কহে না বসন্ত কখন,
ফুলের ঋতুটী সে।

কবিতা কখন বরষা বলে না,
ধারার ঋতুটী যে।

শরৎ তাহার জোছনার ঋতু,
রাগের ঋতুটী নিদাঘ তার।

হিমানী তাহার মুকুতার ঋতু,
পিরিতের ঋতু শীতটী তার।

চিত্রা। কবিতা নিশিতে চাঁদ, দিবসে নলিনী,
বিকালে আরক্ত মেঘে গগন শোভিনী,
প্রভাতে সোণার ভানু, প্রদোষে বিজন,
তর তরে হৃদে খেলে, জোছনা যখন।

প্রকৃতি। কাঙ্গালের ঘরে ঋতু খেলা করে,
বেড়ার ফাঁকটী দিয়ে।

বড়র বাড়িতে না পেরে ঢুকিতে,
যায় না সে দিক দিয়ে।

(ফুলকুলের প্রবেশ।)

ফুলকুল। কাননের ফুল, আমরা সজনী,
চললো সকলে ফুটি।
ফুটে ফুটে আজ, ফাটিয়ে ফাটিয়ে,
মধুদেব সবে লুটি।
বহিছে মলয়, এই বেলা আয়
ঢুলে ঢুলে কথা কব।
হেলিয়ে দুলিয়ে, গলা জড়াইয়ে
মলয়া লইয়ে রব।

গোলাপ। আজ্‌কার নিশি তোমারি মালতী,
কপাল খুলেছে তোর।

মালতী। কেনহে গোলাব কেন এ বিরাগ,
তোমারি কপাল জোর।

বেলা। সামাল সামাল সামাল চামেলী,
সামাল বকুল ফুল।
না জেনে না চিনে গলা জড়াইয়ে,
মজাস্‌নে যেন কুল।

চামেলী। কত জনে বেলা দরদ দেখাবি,
কতরে বিলাবি হিয়ে।
বাসর মাঝারে আপনা হারাবি,
দেখিতে আসিয়ে বিয়ে।

মালতী। আছেই তো বাঁতি, অনিল অলিটী,
ভ্রমর জুটালি আনি।
আয়ের চাইতে ব্যয় বাড়াইলি,
দেউলী হইবি ধনি।

চামেলী ঝরিয়ে গিয়েছে যৌবন কলিকা,
খসেছে রূপের ফুল।
শুক্‌নো লতিকে তুইলো মালতী,
কথায় মজাস্‌ কুল।

টগর। মিটি মিটি মিটি, ওলো বনফুল,
কি দেখিস্‌ মিটি মিটি ?
ফুলের শয্যায় আজিলো তোমার।
করিয়ে ছাড়িবে সিঁঠি।

বনফুল। ভাবিয়ে ভাবিয়ে শফেদ হইলি,
পাঙাস্‌ করিলি গাল।
দ্যাখ্‌ তো কেমন, চিবাইয়ে পান
ঠোঁটটী করেছি লাল।

টগর। লগ্‌বগে লতা, টুক্‌টুকে ঠোঁট,
সফেদের পাশে চাই।
পাকা ঠোঁট দুটি ঠেকাঠেকি করি,
ফাটাস্‌নে যেন ভাই।

বকুল। গাছের উপরে রই, গাছের সাথে কথা কই,
গাছেতে বাতাস দেয় পাতার পাখায়।
কুসুমের কাঁচা বাস, কুসুমের মিহি হাস,
সৌরভ সুরভি সুরা দেব কবিতায়।
(কন্দর্পের প্রবেশ।)

কন্দর্প। বাঁকা হয়ে চলি, ভাঙ্গা চোরা বলি,
আড় নয়নে চাই, মন মজায়ে যাই,
টল্‌কে টল্‌কে পড়ি, দেখ্‌তে পেলে কুঁড়ি।

(প্রকৃতির দিকে আড় চোখে চাহিতে চাহিতে)
পাকিলে যৌবন ফল ক'দিন বা রয়,
দুদিনে গাছের ফল যেমন ফুরায়।
(চারিদিকে চাহিতে চাহিতে)
উঁচু উঁচু কুচগুলি মেদিনী মাতায়,
বাসর বিনে কি কুচ বেছে নে'য়া যায়!

ফুলকুল। (হেলিতে দুলিতে)
সব সামাল সামাল, সব সামাল সামাল,
ফুল ফুটাবে, কুল মজাবে,
জুট্‌বে অলির পাল।

কন্দর্প। হাসিস্‌নে অত ফুল ঠোঁট ফেটে যাবে,
আজ্‌কে ফুরালে কাল কি হাস্‌বি তবে।

ফুলকুল। ফুলের হাসিই কথা কয়,
চোখেই সে কথা শোনা যায়।

কন্দর্প। কবিতার কথাগুলি, ধরিয়ে মোহিনী তুলী,
এঁকে যায় চির ছবি প্রাণের পাতায়।
কাণে না তা শোনা যায় মনই মাতায়।

অলি। (নলিনীর নিকট গিয়া গুন গুন করিতে করিতে
পাপড়ি গুটিয়ে, প্রাণেতে পুরিয়ে,
রাখলো আমায় ফুল।
মদন আসিয়ে জ্বালায়ে পোড়ায়ে,
করিছে মোরে আকুল।

নলিনী। (মুখ ঢুলাইয়া ঢুলাইয়া অলিকে বারণ করিতে করিতে)
কি কর কি কর অলি এস না এখন,
প্রজাপতি ওই দ্যাখ রয়েছে চাহিয়া,
ঘুরায়ে ঘুরায়ে চোখ দেখিছে কেমন,
সকলেরে দেবেও কহিয়া।

বসন্ত। (অলির দিকে চাহিয়া)
দুপুরে দশের মাঝে করেন প্রণয়,
এখন তো নহে সে সময়।

কন্দর্প। সদত সুবাস পরে নলিনী সুন্দরী,
অতি সরু সুন্দর বসন,

দেখিলে কোলে করিতে ইচ্ছা নয় যার,
কিবা আর মরম বা তার।

বসন্ত। কাননের মহারাণী, উনি বড় কোমলিনী,
মাটিতে না পাটী দিয়ে কঠিন বলিয়ে,
তরল জলের পরে বেড়ান ভাসিয়ে।

কন্দর্প। (হাসিতে হাসিতে)
সাগরে ফুটিলে পাছে লোণা ধরে গায়,
পচা পুকুরের জলে বিরাজে তায়।

বসন্ত। (চারিদিকে চাহিতে চাহিতে)
ফুলের ফুটনী ভাল গলাতে নয়ন,
তারার চাহনী ভাল জুড়াতে জ্বলন।

কন্দর্প। কবিতার হাসি নিয়ে বনে ফুল ফোটে,
চাহনীটী নিয়ে তার তারাকুল ওঠে।

প্রকৃতি। ফুলের আসর, ফুলের বাসর,
নাগর নাগরী ফুলের পরে।
ধর ফুল ধনু, হান ফুলবান,
ফুলের উপরে ফুলের শরে।
নাচ ফুলে ফুলে, হেলে দুলে ফুলে,
খেল ফুল দলে ফুলের খেলা।
ছড়া ছড়া ফুল, ফুলের মুকুল,
ছড়া ছড়া পরা ফুলের মালা।

পিয় ফুলমধু, কর ফুল দোল,
ফুলধন লোঠ মনের মত।
ফুলের শয্যায় নাগর নাগরী,
ছড়া'লো সকলে কুসুম যত।

বসন্ত। কেনলো সজনী, কেন এত রাগ
কোমল কুসুমে তোর।
কুসুমেরি দশা হেরি প্রণয়িণী ;
পরাণ ফাটিছে মোর।

কন্দর্প। নিমেষে মুছিয়ে যায় সে গোলাপ কায়,
চাহনীও কেঁপে যায় তাকাইতে তায়।

অমনি মদন নাগরে চাহিলা,
নাগর ঠাঁরিলা আঁখি।
হাঁটুগাড়ি দিয়ে হানে ফুলবান,
ব্যাধে যথা বিন্ধে পাখি।
ছটফট বানে করে ঋতু রাজ,
খাইল লাজের মাথা।
প্রকৃতিরে চায়, চুমিবারে যায়,
পিছে ধায় যায় যথা।

কন্দর্প। কাড়াকাড়ি জড়াজড়ি দেখিতে সুন্দর,
যদি হয় প্রেমের সে সব,

নহিলে বৃথা বিবাদে শুধু কলরব।

প্রকৃতি। প্রাণের ঘরে সিঁদ কেটে কি করিলে চুরী?
মরি মরি কিবা কারিকুরী!

বসন্ত। পায় পড়ি প্রিয়তমে ফিরে চাও একবার,
করে ধরি মনোরমে কথা কও একবার।

প্রকৃতি। একি ঋতুরাজ, এ কেমন কাজ,
সরম নাইকি তোর।
সবার মাঝারে এ কিরে করিলি,
মাথাটি খাইলি মোর।
ওমা ওমা আমি কোথায় লুকবো,
ধরণী দ্বিভাগ হ!
ঢাক্‌রে গোলাব, পাপড়িতে মোরে,
ঢাকিয়া বুজিয়া র।
পুষ্পিত বন, অগুরু চন্দন,
সকলি আছিস্ হেথা,
মরিলো সরমে মদনেরি বানে,
কেন না কহিস্ কথা।

বসন্ত। কেন কেন, তোমা প্রিয়ে কত ভালবাসি,
তবে কেন ছুটোছুটি এস এলোকেশি!

গীতি। (হাসিতে হাসিতে প্রকৃতির দিকে চাহিয়া সুরে
প্রেম পিপাসায়, প্রেমের আশায়,
প্রেমের চাতক হব,

প্রেম আকাশে, হেসে ভেসে,
প্রেমের ধারা থাব।

কন্দর্প। (গীতির দিকে চাহিয়া)
ফুট্ ফুটে কুচ দুটি দুই করে ঢাকি,
কেনলো যতন অত উড়িবে না পোষাপাখি।
(বসন্তের দিকে চোখ ঠারিয়া দেখান)

গীতি। (মুখ ঢুলাইয়া)
ছেলে ছোঁড়া কি করিব নবীন যুবতী,
নবীন যুবক পেলে করি প্রাণ পতি,

ডগ মগ রাগে সরমে সজনী,
এলো কেশে বেশে ধায়,
যেদিকে পালায়, পিছু পিছু ধায়,
বসন্ত ধরিতে যায়।

কন্দর্প। রাগ চেয়ে রঙ্গ ভাল, মন মজান যায়,
ভাসা চেয়ে আশা ভাল, পেলে ও পা'য়াযায়

যে দিকে বাড়ায় হাত, ফুল ফুটে যায়,
কুঁড়িতে লুকাতে গেলে বসন্ত ফুটায়।
কুসুমের দলে, লুকাইতে গেলে,
অলিতে ফুটায় হুল,

নবীন পল্লব আড়ালে নুকালে,
বাতাসে ভাসায় ফুল।
চাঁদের বুকেতে নুকাল সজনী,
কলঙ্ক মাখিলু গায়,
মেঘের মাঝারে ঢুকিল প্রকৃতি,
দামিনী দেখায়ে দেয়।

কন্দর্প। (হাসিতে হাসিতে আকাশ পানে চাহিয়া)
হাস হাস তারা বদন ভরিয়া,
তোমার কিসের লাজ,
টোপা টোপা ফুল পড়লো হাসিয়ে,
হাসাই তোদের কাজ।
(প্রকৃতির দিকে চাহিয়া মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসিতে হাসিতে)
আসি বলে বাসি হও, কথা দিয়ে ব্যথা দাও,
লাজের জিয়ানো জলে ডুবিয়ে বেড়াও,
খুঁজে নেবে ফুল বান যেখানেই যাও।

প্রকৃতি। আয়রে জোনাক, নিবে নিবে থাক,
অভাগীরে আজ্ পাখায় পুরে,
চল্ পাখী চল্, ডানায় ঢাকিয়ে,
দুখিনীরে নিয়ে উড়িয়ে দূরে!
(করিতা কর্ত্তৃক নিবারিত হওন)

গীতির গীত।

রাগিনী বাহার মিশ্র—আড়খেমটা।

প্রাণের ব্যাথা বিষম বাজে মারের ব্যাথা কেই বা মানে।
প্রাণের টানে পরাণ কাঁদে, টলেনা প্রাণ জোরের টানে।
প্রাণ দিয়ে প্রাণ প্রাণে মারে, পারে না প্রাণ প্রেমের জোরে।
কথার ব্যথা বিষম বড়, প্রেমের ব্যথা প্রাণেই চেনে।

পূর্ণিমা। শোকের চোখের ধারাটী কবিতা,
অধরে কবিতা হাসি,
পাখীর গলায় কুজন কবিতা,
পাপে পরিতাপ রাশি।
মনের মাঝারে মরম কবিতা,
নয়ন মাঝারে তারা,
নয়ন থাকিতে হারায়েছে তারা,
যে জন কবিতে হারা।
সাঁপের মাথায় মণিটী কবিতা,
মেঘেতে কবিতা ধারা,
আকাশের কোলে আমিই কবিতা,
ছড়ান কবিতা তারা।
সাগরের বুকে লহরী কবিতা,
খনিতে মণির বিভা,

লতায় পাতায় প্রসূন কবিতা,
কুসুমে অলির শোভা।
ঋতু কুলে নিজে বসন্ত কবিতা,
ঋপু কুলে নিজে কাম,
সুন্দরীর চোখে সলিল কবিতা,
শিশুতে হাসির ঠাম।
রাত পোহালে, প্রভাত হ'লে,
কবিতা জাগিয়া ওঠে,
নিশি ভোরে ঘোমের ঘোরে,
স্বপনে কবিতা ফোটে।
জননীর কোলে কুমার কবিতা,
জনকের কোলে মাতা,
বিলাপির আশা সদা সুখময়ী,
আলাপে মধুর কথা,
ধারার মাঝারে বিজলীর ঝলা,
মেঘেতে তড়িত লতা,
মন মরু ভূমে প্রীতি কবিতা
শান্তি কানন যথা।
মায়ের মনের মায়াটী কবিতা,
প্রেয়সীর প্রাণে প্রেম,

নীরস নাগরে আজ্‌কে কবিতা,
হীরকে জড়া'ল হেম।

পূর্ণিমা। পিরিতি পিরিতি তিনটী আখর,
পিরিতি রসের সার,
কবিতে আমার সরল পিরিতি,
পিরিতি কোথায় তার।

কন্দর্প। চন্দন চর্চ্চিত নীল কলেবর,
পীত বসনে বসি ওই,
বনমালা গলে আঁখি কিবা ঢোলে,
হেন নাগর সখি কই!

চিত্রা। সখির আমার, চাঁদের বরণ,
সখার বরণ কালি।

প্রেম। চাঁদের বুকেতে কালী না থাকিলে,
চোখ্‌ হ'ত ঝিলিমিলি।
পুরুষ প্রকৃতি জগত মাঝারে,
সবে এই দুই জাতি।
পুরুষ আপনি নাগর মোদের,
প্রকৃতি কবিতা সতী।

কল্পনা।　　কুসুমে নরম,　　করিলা বিধাতা,
তা হ'তে নরম মন,
নরম হইতে　　নরম করিলা,
মোদের কবিতা ধন।

পাঠক, প্রথম প্রয়াস আজ এই খানেই রহিল

সম্পূর্ণ।